হইলেন। সাধু হৃদয় চুম্বকলৌহের ন্যায় আকর্ষণশীল। কেরী ও ফুলারের প্রাণে যে গভীর প্রেম এত দিন লুক্কায়িত ভাবে ছিল, আজ তাহা বিশেষ আকর্ষণে মিলিত হইয়া গেল। সেই দিন হইতে কেরীর সহিত ফুলারের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল।

"যাও, সমুদায় জাতিকে ধর্ম্মশিক্ষা দাও" যিশুর এই শেষ আদেশ কেরীর প্রাণে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি সর্ব্বদা মনে করিতেন,—"মানুষের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা হইল।" একদা তথাকার ভজনালয়ের কোন সভাতে কেরী বলিয়াছিলেন :—"ভিন্নদেশীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারীদের শিক্ষার জন্য আমাদের মণ্ডলীর যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করা বিশেষ কর্ত্তব্য।" একজন বৃদ্ধ প্রচারক কেরীর ন্যায় অল্পবয়স্ক একজন যুবকের মুখে এই উচ্চ কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"যুবক! তোমার বাক্যস্রোত বন্ধ কর। যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইবে, তখন আপনা হইতেই তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি হইবে। আমার বা তোমার এ সম্বন্ধে ভাবিবার কোনও প্রয়োজন নাই।" কেরী এই নিরাশাব্যঞ্জক উত্তর শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্রও নিরাশ হইলেন না। তিনি পৃথিবীর সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারীগণের বৃত্তান্ত অতি ওজস্বী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া জনৈক বন্ধুর সাহায্যে, একখানি পুস্তিকা প্রচার করিলেন। তদ্দ্বারা খ্রীষ্ট জগতের চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইলেন—সমগ্র পৃথিবীর তিয়াত্তর কোটী একলক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এখনও বিয়াল্লিশ কোটী লোক ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কেরী নানা প্রকার যুক্তি তর্ক দেখাইয়া সপ্রমাণ করিলেন যে, এই বিয়াল্লিশ কোটী লোকের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য খ্রীষ্টসমাজ বিশেষরূপে দায়ী। দুঃখের বিষয়, ইহাদের জন্য কেরীর প্রাণ যেমন কাঁদিয়াছিল, এমন আর কাহারও কাঁদিল না। এমন কি কেহই তাঁহার এই সকরুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিল না।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কেরী লিষ্টার নগরের সুবৃহৎ ভজনালয়ের উপাচার্য্যের পদে বৃত হইলেন। তাহাতে তাঁহার আয় কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ব্যয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। এইখানে তিনি একটী সুবৃহৎ পুস্তকালয় প্রাপ্ত হন, তৎসাহায্যে তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা কিয়ৎ পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লিষ্টারের প্রচারকমণ্ডলীর এক বিশেষ সভা আহূত হয়। তাহাতে উইলিয়ম পুনর্ব্বার তাঁহার সেই পুরাতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু এবারেও তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ আপন অভীষ্ট বিষয়ে কাহারও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন না। তবে কথিত বিষয়ে আর একখানি পুস্তিকা

প্রচার করিতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পর বৎসর নটিংহাম নগরেও এক সুবৃহৎ সভা আহূত হয়। তাহাতে উইলিয়ম কেরী উল্লিখিত বিষয়ে অতি ওজস্বী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। তাহাতেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এই বার কেরী কৃতকার্য্য হইলেন। এই কার্য্যের জন্য একটী কমিটি গঠন করার আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিলেন। এই বক্তৃতার চারি মাস পরে, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিং নগরে বারজন ধর্ম্মপ্রচারক একত্রিত হইয়া একটী কমিটি গঠন করিলেন; সেই কমিটি "বাপ্টিষ্ট মিশন সোসাইটী" নামে অভিহিত হয়। রেভারেণ্ড এণ্ড্রু ফুলার তাহার সম্পাদকের পদে বৃত হন। সভাস্থলেই প্রায় একশত একত্রিশ টাকা মাসিক চাঁদা নির্দ্ধারিত হয়। সেই দিন হইতে কমিটির সভ্যগণ অর্থসংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হন এবং কমিটির নির্দ্দেশানুসারে যে কোন স্থানে প্রচার-কার্য্যে যাইবার জন্য উইলিয়ম প্রস্তুত হন।

কেরীর প্রাণে এত দিন কেবল সেই প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের কথাই জাগিতেছিল। কোন্ স্থানে কেরীকে পাঠান হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য এক সভা আহূত হইল। তাহাতে কেরী প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত টাহিটী নামক দ্বীপে যাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এমন সময় শুনিতে পাইলেন, মিষ্টার টমাস নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছেন, এবং তদ্দেশীয় লোকের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কেরীর প্রাণে এক নূতন আশা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। পরবর্ত্তী সভাতে মিষ্টার টমাস উপস্থিত হইলেন এবং ভারতের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিলেন। কেরীর প্রাণ ভারতের দুরবস্থার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই সময় তাঁহার প্রাণের আবেগ এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি টমাসের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে উল্লিখিত সভা কর্ত্তৃক কেরী এবং টমাস্ ভারতবর্ষের প্রচারকপদে বৃত হন, এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনাদের জীবিকার কোন উপায় করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের পরিবারের ব্যয় সংকুলানের জন্য সোসাইটী ১৫০ দেড় শত পাউণ্ড বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। উইলিয়ম ওয়ার্ড নামক কেরীর জনৈক বন্ধু ছিলেন। তিনি মুদ্রাকরের কার্য্য করিতেন। ওয়ার্ড উইলিয়ম কেরীকে বলিলেন :—"উইলিয়ম! যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তবে আমিও এক দিন তোমার পদানুসরণ করিব।" কেরী গদগদকণ্ঠে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ওয়ার্ড,

তোমার মত লোকের আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে হইবে। সেই কার্য্যে তোমার সাহায্য বিশেষ কাজে লাগিবে। আশা করি, আমাদের সঙ্গে তুমি অবশ্যই মিলিত হইবে।"

উল্লিখিত কার্য্যোপলক্ষে এক দিন বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনাতে এণ্ডু ফুলার ভারতবর্ষ-যাত্রিদ্বয়কে ভাবের আবেগে অনেকগুলি কথা বলেন, তাহার মধ্যে এই কয়টি কথাও ছিল ঃ—"বন্ধুগণ! তোমরা যে মহৎ কার্য্যের জন্য ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা, ও অনেক পরীক্ষা আছে। তজ্জন্য তোমাদিগকে সহিষ্ণু হইতে হইবে। সাবধান, সাবধান! কোন প্রকারে তোমরা আপন আপন লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইও না। স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের পুরস্কার বিধান করিবেন।"

কেরীর পত্নী অত দূরদেশে যাইতে অসম্মত হওয়ায় কেরী যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ফিলিপ্সকে লইয়া যাইতেই উদ্যত হইলেন। মিষ্টার ফুলার এবং অন্য দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক নানা স্থান হইতে উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

নবীন বাবু বর্ত্তমান যুগের একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কোন কলেজে অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। তিনি নবযুগের শিক্ষিত যুবক হইলেও নবীনভাবাপন্ন নহেন। প্রাচীন রীতি নীতিরই পক্ষপাতী, এজন্য তাঁহার সমবয়স্ক শিক্ষিত বন্ধুবর্গ তাঁহাকে 'ওল্ড ফুল' বলিয়া সম্বোধন করেন। কিন্তু তিনি সে জন্য দুঃখিত নহেন, সমালোচনা কিংবা উপহাসের ভয়ে যাহা ভাল বুঝেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এক দিন বাড়ী হইতে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। চিকিৎসকগণ সঙ্কট রোগ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি মাতৃ-দেবীর পীড়ার কথা শুনিয়া বিদায়ের প্রার্থনা করিলেন, এবং অচিরে স্বদেশে জননী-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননীর জীবনের আশা অন্তর্হিত হইয়াছে। মাতৃভক্ত নবীন বাবু তথাপি মগ্নতরিকে ভাসাইয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে পরলোকে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাকে ইহলোকে রাখে কে? নবীন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিতির দুই চারি দিন পরে জননী মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

তিনি প্রাচীন রীত্যনুসারে শোক-চিহ্ন সকল ধারণ করিলেন। পায়ে পাদুকা নাই, মস্তকে তৈল নাই; সামান্ত আহার, সামান্ত পরিচ্ছদ, কুশনির্ম্মিত আসন। তিনি জাতিতে কায়স্থ, এক মাস কাল এই ভাবে কাটাইতে হইবে। তাই পুনর্ব্বার কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার অনতিদূরে তাঁহার বন্ধু বিজয় বাবুর বাস-স্থান ছিল। কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাক্ষাৎকালে বিজয় বাবুর সপ্তম-বর্ষীয়া কন্যা সরোজিনীও পিতার নিকট দণ্ডায়মান ছিল। সরোজিনী নবীন বাবুর এ বেশ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। তাই তাঁহাকে দীন বেশে উপানৎ-বিহীন পদে আসিতে দেখিয়া একটু বিস্মিতা হইল। বালিকা সরোজিনীর কোমল মস্তিক এ বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আলোড়িত হইতে লাগিল। সে মনে করিল নবীন বাবু বুঝি পাগল হইয়াছেন। সরোজিনী নবীন বাবুকে 'কাকা বাবু' বলিয়া ডাকিত। তাই সরলা বালিকা কাকা বাবুর নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাকা বাবু! তোমার পায়ে জুতা নাই কেন? আর তুমি মাটিতে ঐ আসন-খানি পাতিয়া বসিলে কেন?" বিজয় বাবু তখন সরোজিনীকে বাধা দিয়া বলিলেন "তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিও। তোমার মা ঐ সকল কথা তোমায় বুঝাইবেন।" তৎপরে যখন সরোজিনী মায়ের দেখা পাইল, তখন নবীন বাবুর বেশ ভূষার কথা মাকে বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মা বলিলেন "জান সরোজ! নবীন বাবুর মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাই শোকে এরূপ বেশ ধরেছেন। মা বাপ ম'লে এরূপ কর্ত্তে হয়।"

সরোজিনী—মা! কাকা বাবু কি তবে বরাবর এ ভাবে থাক্‌বেন, আর কখনও কি জুতা পায় দিবেন না?

মা—না মা! এক মাস কাল এ ভাবে থাক্‌বেন, তার পর পূর্ব্বের মত সব কর্ব্বেন।

সরোজিনী—এক মাস পরে কি তাঁর শোক চলে যাবে?

মা—না শোক চলে যাবে কেন? তা নাও যেতে পারে। তবে একটা নিয়ম আছে যে, এক মাস কাল এ বেশে থাক্‌তে হয়, তাই এক মাস নিয়ম পালন কর্ব্বেন।

সরোজিনী—মা! আমাদের বাড়ী যে বিধু বাবু এসে থাকেন, তাঁর পায় ত কখনও জুতা দেখি নাই, আর তিনি একটা ছেঁড়া কম্বল গায় দিয়ে বেড়ান, তাঁরও কি মা মারা গিয়েছেন?

মা—না, তাঁর মা মারা যান নাই। তিনি একজন ঈশ্বরভক্ত সাধু লোক, তাই ভাল পোসাক ছেড়েছেন।

সরোজিনী—মা! সাধু হলে কি তবে জুতা পায় দিতে নাই, আর ছেঁড়া কম্বল গায় দিয়ে বেড়াতে হয়। তবে ওদিন আমাদের বাড়ীতে যে ভিখারী এসেছিল, সেও কি সাধু?

মা—না মা! জুতা পায় না থাকলে কিংবা ছেঁড়া কম্বল গায় দিলেই সাধু হয় না। তবে কোন কোন ভক্ত ঈশ্বরে এত ডুবে যান যে, বেশ ভূষার দিকে বড় লক্ষ্য থাকে না। তুমি যখন খেলাতে মত্ত হও, তখন যেমন খাবার কথাও মনে থাকে না, অনেক ভক্তের পক্ষেও ঠিক্ সেইরূপ।

সরোজিনী—আচ্ছা মা! বিধু বাবু আবার আমাদের বাড়ী আস্‌লে তুমি তাঁকে এ কথা জিজ্ঞেসা কর্ব্বে? কেমন, কর্ব্বে বল?

মা—আচ্ছা, তা কর্ব্ব।

এই কথোপকথনের কিয়দ্দিন পরে বিধু বাবু বিজয় বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিজয় বাবুর পত্নী অন্যান্য কথার পর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বিধু বাবু! ওদিন সরোজিনী আমাকে শক্ত জেরা করেছে। নবীন বাবুর মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তিনি জুতা ছেড়েছেন ও দীনবেশে চল্‌ছেন, তা দেখিয়া সরোজিনী আমায় জিজ্ঞাসা কল্লে 'মা তবে কি বিধুবাবুরও মা মরেছেন?' আমি তাহাকে আমার ভাবে বুঝাইলাম, কিন্তু সে আপনাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বল্লে।"

বিধু বাবু এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিলেন "সরোজকে এখানে ডাকুন।" বিধুবাবুর ইচ্ছাক্রমে বিজয় বাবুর পত্নী সরোজিনীকে নিকটে আহ্বান করিলেন। সরোজিনী উপস্থিত হইলে পর বিধুবাবু তাহাকে কোলে টানিয়া বলিলেন 'মা! সরোজ! সত্য সত্যই আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুজল গণ্ডদেশ বহিয়া পতিত হইতে লাগিল। বাক্য বলিবার শক্তি রহিত হইল। সরোজিনী ও তাহার মা অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই ভাবে কিয়ৎকাল চলিয়া গেল। যখন বিধুবাবুর শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, তখন সরোজিনীর মা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিধু বাবু! আপনার শোকের কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সরোজিনীর কথায় কি আপনার মাতৃশোক পুনরায় মনে উদিত হলো? তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করুন।" বিধু বাবু অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমার গর্ভধারিণীর মৃত্যুতে আমার শোক হয় নাই, কারণ তিনি এক আনন্দময় ধামে গমন করিয়াছেন। পৃথিবীর জরামৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া তিনি শাশ্বত শান্তিময় রাজ্যের প্রজা হয়েছেন, সুতরাং তাঁহার বিচ্ছেদ-স্মৃতি আমার বর্ত্তমান শোকের কারণ নহে। মনুষ্যের দেহের পতনকে আমি মৃত্যু মনে করি না, কিন্তু আত্মার অধোগতিই মৃত্যু। তাই আমার শোক।"

সরোজিনীর মা—আপনি যদি দেহের পতনকে মৃত্যু মনে না করেন, তাহা হইলে আপনার মায়ের মরণ হয়েছে, এ কথার অর্থ কি? তিনি ত স্বর্গে গিয়াছেন, তবে শোক কচ্ছেন কেন?

বিধু—আমি কাঁদি ভারত-ললনাদিগের জন্য। ভারত-ললনাগণই আমার মাতা। তাঁহারা জীবিত দেহে থাকিয়াও মৃত। তাঁহাদিগের অধোগত আত্মার বিষয় ভাবিয়াই আমার শোকাবেগ, তজ্জন্যই আমার শোকচিহ্ন ধারণ। তাই বলি আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে! সরোজিনীর মাতা এই কথা শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, একজন পুরুষ যদি ভারত-মহিলাদিগের অধোগতির বিষয় স্মরণ করিয়া এতদূর ব্যথিত হইতে পারেন এবং এতদূর ত্যাগী হইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি মহিলা হইয়া কোন্ প্রাণে সুখ স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবেন। তিনি বিধুবাবুর সহিত অধিক বাক্যালাপ না করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বিধুবাবুর প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে বসিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বজাতীয়া ভগিনীদিগের উন্নতিকল্পে জীবন সমর্পণ করিবেন একবার এরূপ সংকল্প করিলেন, পরক্ষণেই নিজের অযোগ্যতা এবং সংসারের বাধা বিঘ্নের চিন্তা মনে উদয় হইয়া সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিল। আর একবার সংকল্প করিলেন, স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কন্যা সরোজিনীকে এই কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করেন, কিন্তু সরোজিনী বয়স্কা হইলে তাহা তাহার রুচিসঙ্গত হইবে কি না, স্বামীও সে মতে মত দিবেন কিনা ইত্যাদি বিরোধী চিন্তা আসিয়া সঙ্কল্পের শক্তি হ্রাস করিয়া দিল। এইরূপ কত সংকল্প উঠিল, কত সংকল্প অস্তমিত হইল। অবশেষে স্থির করিলেন, ভগবচ্চরণে শক্তি ভিক্ষা করিয়া আপনার ক্ষুদ্র শক্তিই ভগিনী-সম্প্রদায়ের সেবায় নিযুক্ত করিবেন। "সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাঁহার সহায়;" সরোজিনীর মাতার সঙ্কল্প সাধনে সকল অবস্থা অনুকূল হইয়া আসিল। তিনি সাংসারিক সুখবাসনার বিসর্জ্জন দিয়া স্বামিসহ স্বদেশীয় ভগিনীগণের মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত হইলেন। বিধু বাবু তাঁহার এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এইটী প্রকৃত ঘটনা নহে, একটী আখ্যায়িকা মাত্র। কিন্তু বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীদিগের কাহারও প্রাণে যদি এইরূপ সৎ সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে ভারত-ললনাকুলের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অনেক সময় বিরোধী চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া সাধু ভাবের বিকাশ হইতে দেয় না। কিন্তু সে স্থলে ভগবচ্ছক্তির উপর নির্ভর করিয়া ফলা-ফলের প্রতি উদাসীন হইতে হয়। সুখ-স্পৃহাকে বিসর্জ্জন দিয়া একাত্মমনে জন-হিতকর কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়। জগতে যত নর নারী জীবসেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেককেই সর্ব্বপ্রথমে ভোগস্পৃহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা পরপ্রেমে এত মাতোয়ারা

হইয়াছেন যে, আর তখন আপনার দিকে চাহিতে সময় পান নাই। বঙ্গীয় দুই চারিটী ভগিনী এই মহাজনদিগের পদানুসরণ করিতে পারিলে সমগ্র ভারত-ললনা জাগিয়া উঠিবে।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুমারী।

বিবি ও বাঁদী।

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এক বস্তু না হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতার কারণ নহে বটে, কিন্তু পবিত্রতা নিশ্চয়ই পরিচ্ছন্নতার হেতুভূত। বাহিরে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইলেই যে অন্তর নির্ম্মল ও পবিত্র হইবে, এমন নহে। কিন্তু যাঁহার অন্তর নির্ম্মল ও পবিত্র, তাঁহাকে বাহিরে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইতেই হইবে,—তিনি কখনই বাহিরে বানর সাজিতে পারিবেন না। হিন্দুশাস্ত্রমতে পৃথিবী, দেহ, সংসার, গৃহসামগ্রী ইত্যাদি অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা হইলেও, এগুলি অপরিচ্ছন্ন ও অপরিস্কৃতাবস্থায় রাখিবার কোন বিধি বা ইঙ্গিত, হিন্দু শাস্ত্রে নাই। যাঁহারা সংস্কৃতে "লক্ষ্মী চরিত্র" গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, গৃহ, গৃহসামগ্রী ও গৃহস্থিত নর নারী, গৃহপালিত পশু পক্ষ্যাদি সকলকেই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখা ও থাকা উচিত। আপনারা পরিচ্ছন্ন থাকা ও দ্রব্যাদি সকল পরিস্কৃত রাখা এত আবশ্যক যে, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ উহাকে ধর্ম্ম্য কার্য্যের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুর ঘরে ঘরে ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা দিয়া পরোক্ষে এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, সকলকেই ও সকল বস্তুকেই পবিত্র, সুতরাং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ও রাখিতে হইবে।

পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অবস্থার অবান্তর ফল স্বাস্থ্য ও লক্ষ্মীশ্রী। য়িহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার আদেশ আছে। তাহারা ঐ বিধিবিশেষ ভক্তিসহকারে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এ জন্য তাহারা সুস্থ, তাহাদের মধ্যে সংক্রামক রোগ অল্পই হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা তাহারাই অধিক ধনশালী। ধন-কুবের রথচাইল্ড ঐ জাতির অন্তর্গত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা-নিবন্ধন লক্ষ্মীশ্রী হয়, তাহার যুক্তিও প্রদর্শন করা যাইতে পারে। গৃহসামগ্রীর অপচয় নিবারণ করিতে হইলেই, তৎসমুদায়কে এক স্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিতে হয়,—ছড়াইয়া রাখিলে চলে না। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পত্তি সঞ্চয় ও পরিচ্ছন্নতা উভয়ই এককালে সাধিত হয়।

এইরূপ শ্রুতি আছে, কোন ধনী ব্যক্তি তামাক খাইবার পাতার নল যেখানে সেখানে ফেলিতে দিতেন না,—এক স্থানে

সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। কাল সহকারে ক্ষারার্থ রজকের নিকট ঐ পাতা বিক্রয় করিয়া তাঁহার অর্থাগম হইত।

লোকে চুরট্ খাইয়া অঙ্গুলি-পরিমিত অবশিষ্টটুকু যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করে। কোন ব্যক্তি তাহা কুড়াইয়া রাখিত এবং মধ্যে মধ্যে তাহাতে গুড়ুক তামাক প্রস্তুত করিত। এইরূপে সে অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছিল। যাহা এক-কালে অকিঞ্চিৎকর বোধে যেখানে সেখানে ছড়াইয়া গৃহাদি অপরিষ্কার করা হয়, তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিচ্ছন্ন ভাবে এক স্থানে সঞ্চয় করিলে, ঘর দ্বার অপরিষ্কার হয় না, অথচ তদ্দ্বারা কালে অর্থাগম হয়।

ছেঁড়া কাগজ বা নেকড়া, দাউলের ভূষি, চাউলের কুঁড়া, তরকারীর খোসা, গৃহ ও অঙ্গন ঝাঁইট দেওয়া আবর্জ্জনা ইত্যাদি দ্বারা ঘর দ্বার বিলক্ষণ অপরিষ্কার হয়। কিন্তু ঐগুলি ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চয় করা অভ্যাস করিলে ঘর দ্বার পরিচ্ছন্ন থাকে,—অথচ ঐগুলি দ্বারা যথাক্রমে নূতন কাগজ আইসে, গৃহ-পালিত গোমেষাদির খাদ্য সংকুলান হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে সারাধানের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

গৃহসামগ্রী সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া অকর্ম্মণ্য হইবামাত্র তাহাদের সংস্কার করাইতে পারিলে অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়। নতুবা ঐ সকল দ্বারা গৃহাদি অপরিষ্কার হয়। যে অবস্থায় গৃহ বা গৃহসামগ্রী সকল শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে, অবিলম্বে সে অবস্থার পরিহার করা উচিত। এই অবস্থার পরিহার, বা পরিবর্ত্তন জন্য যাহাতে গৃহের সকল স্থানে খোলা বাতাস ও রৌদ্র পায়, দ্রব্যাদি আর্দ্র হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। ইহাতে সম্পত্তির ক্ষয় নিবারণ ও গৃহের পরিচ্ছন্নতা এককালে সাধিত হয়।

উপরে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, সকলই গৃহমেধিনীর কর্ত্তব্য। ঐ সকল কার্য্য শেষ হইলেই যে, গৃহিনীর কর্ত্তব্য শেষ হইল, যেন এরূপ মনে করা না হয়। অনেক গৃহিণী, নিজে বাঁদী সাজিয়া ঐ সকল কার্য্য যথাকালে যথারীতি সম্পাদন করেন, ইহা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ বাঁদী সাজিয়া থাকাতে যিনি বাহাদুরী মনে করেন, আমাদের মতে এরূপ গৃহিণীর লক্ষ্মী-চরিত্রে কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই। ঐ শাস্ত্রমতে গৃহিণীকেও অন্যান্য বস্তুর ন্যায় পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন ও সুবেশা হইয়া থাকিতে হইবে। যে গৃহের গৃহিণী যথাকালে "বাঁদী ও বিবি" উভয়ই সাজিতে পারেন,—তিনিই প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী,—তিনিই পবিত্রতা,—পরিচ্ছন্নতা ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বিবাহ ও দাম্পত্যপ্রেম।

(৩৮৫ সংখ্যা, ৩১১ পৃষ্ঠার পর)

বিবাহের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিহীনতা বশতঃই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে উচ্চ পবিত্র প্রেমের যোগ স্থাপিত হয় না। যাঁহারা পরিবারকে সুখশান্তি, পুণ্য-পবিত্রতার নিকেতন করিতে প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে বিবাহের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ধরিয়া চলাই কর্ত্তব্য। তাঁহারা যে লৌকিক ভাবের দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখিবেন না, আমরা সংসারানভিজ্ঞের ন্যায় তাহা বলিতেছি না। কিন্তু আধ্যাত্মিক আদর্শকে হীন বা উপেক্ষিত করিয়া, যাঁহারা শুদ্ধ সাংসারিক লাভ, ক্ষতি, পদ-মর্য্যাদা, শোভা, সৌন্দর্য্যকে উচ্চ স্থান দিবেন, এই সকলকেই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিবেন, তাঁহাদিগকে যে পরিণামে, অধিকাংশ স্থলেই, সংসার-দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ভস্মরাশির ন্যায় পারিবারিক অশান্তি সভ্যতার আবরণে অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকিলেও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় সময়ে সময়ে উদ্ভাসিত হয়। যাহা হউক, বিবাহের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

"সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুব্রতামুদ্বহেন্নরঃ।
অক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে॥
অত্রিসংহিতা।

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি-সম্মত পত্নী নহে।

প্রাচীন শাস্ত্রকার ঋষি এই শ্লোকের মধ্যে বিবাহের তিনটী গূঢ় ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাহের শারীরিক, মানসিক ও পবিত্র প্রেমের দিক্ ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এবং এই তিন ভাবের একটীকেও পরিত্যাগ করিলে যে বিবাহের আধ্যাত্মিক আদর্শ সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ হইতে পারে না ইহা প্রদর্শন করাই প্রাচীন শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত। যাঁহারা সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আকর, পূর্ণ পবিত্রতার নিদান, পূর্ণ প্রেমের প্রস্রবণ, পূর্ণাদর্শ পরম পুরুষের সহিত জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতায় যুক্ত হইয়া মোহ মায়ার অতীত হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে অপূর্ণ পার্থিব সৌন্দর্য্যের অসংখ্য আকারের মধ্যেই সেই সৌন্দর্য্যের আকরকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, অপূর্ণ সংসারাসক্ত জীবের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও নিঃস্বার্থ কামনার ভিতরেই সেই পবিত্রতার আভাস

পাইতে হইবে, অপূর্ণ মানবের নিষ্কাম প্রীতির ভিতরেই সেই প্রেমের আস্বাদন করিতে হইবে। এই সকল সগুণ আদর্শ অনন্ত ভাবে সেই নির্গুণ আদর্শকে ক্রমশঃ তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিবে, সান্তের ভিতর দিয়াই অনন্তের অভিব্যক্তি হইবে। তরঙ্গবতী স্রোতস্বিনীর অঙ্কে পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি বিভাসিত হইয়া যেমন অসংখ্য সৌন্দর্য্যকণা উদ্ভূত হয়, তেমনি সকাম, সসীম, অনিত্য মানবের উপর সেই নিষ্কাম, অসীম, নিত্য পুরুষের জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের ছায়া পতিত হইয়া জ্ঞানের অসংখ্য তত্ত্ব, প্রেমের অনন্ত লীলা এবং সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব কান্তি নিয়ত উদ্ভাসিত হইতেছে। অত্যুন্নত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে হইলে যেমন অপ্রশস্ত, বক্র, সঙ্কটপূর্ণ পার্ব্বতীয় পথ দিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়, নশ্বর দেহের রূপ, তরঙ্গিত ভালবাসার বিকার এবং চঞ্চল সদ্গুণ অতিক্রম করিয়া যাঁহারা সেই অরূপরূপে মজিয়া যাইতে চান, সেই অগাধ প্রেম-সাগরে মগ্ন হইতে চান, সেই গুণাতীতের শরণাপন্ন হইবার প্রয়াস রাখেন, তাঁহাদিগকেও পত্নীর শারীরিক সৌন্দর্য্য, প্রিয়তমার অস্থিমজ্জাগত প্রেম, প্রণয়িনীর মানসিক নির্ম্মলতা ও মহত্ত্ব সোপান স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহা অবলম্বন করিয়াই জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নিখুঁত দাম্পত্য-প্রেমের উপর যে মানবের আত্মার বিশুদ্ধতা ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, এ সত্য নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়, ইহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না। রূপলাবণ্য উপভোগ দ্বারা যেমন চিত্তে ভাব-তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা তেমনি দেহ আধ্যাত্মিক ভাবে পরিশুদ্ধ হইয়া পবিত্র পূজার উপযুক্ত হইতে থাকে। শারীরিক সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়সেবার জন্য নহে, ইহা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের আধার স্বরূপ। সুতরাং যাঁহারা মলিন নেত্রে রূপলাবণ্য দর্শন করেন, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার সামগ্রী বলিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত হন, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং তাঁহাদের ভাবের গভীর স্থানে প্রবেশ করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না। যেমন সকল বিষয়ের প্রণালী আছে, তেমনি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা লাভ করিবারও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। গৃহ, পরিবার, বিষয়, সংসার, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সমস্তের ভিতর দিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ও আত্মার স্বাধীনতা লাভ করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকেও প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। জ্ঞান, প্রেম, সেবা ও শিল্প, এ সমস্তই সেই অনন্ত গুণাধার পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার এক একটী সোপান। প্রকৃতি ও মানসিক গঠন অনুসারে মানুষ এই সকল পন্থার এক একটী অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ এই পন্থাগুলির যেটীই অবলম্বন করুক না কেন, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত প্রণালী অনুসারে চলিতেই হইবে। প্রণালী

অনুসারে না চলিলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে আত্মার বিকাশসাধন কখনই সহজসাধ্য নহে। যেমন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলে বিচারকেই সর্ব্বেসর্ব্বা জ্ঞান করিয়া চলিতে হয়, বিচার-প্রবৃত্তি যতক্ষণ তর্কশাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি-প্রণালী দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ না করে, ততক্ষণ আত্মার স্ফূর্ত্তিলাভ হয় না, তেমনি প্রেমের পথ অবলম্বন করিয়া যাঁহাদিগকে চলিতে হইবে, তাঁহাদিগকেও বৈধ ধর্ম্মপত্নীর ভিতরে প্রেমের সমস্ত ভাব ও অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ম্মলতা লাভ করিতে হইবে। প্রেমের পথ চিরকালই শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়, এই জন্যই শাস্ত্রে বৈধ ধর্ম্মপত্নীর উল্লেখ আছে। যাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে বিশুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক ঘটিয়া যায়, স্বামী যেখানে স্বামিত্ব হারাইয়া প্রেম ও ভক্তি সহকারে শক্তি-পূজা করেন, পত্নী যেখানে আমিত্ব হারাইয়া পতিপ্রাণা (সা ভার্য্যা যা পতি-প্রাণা) হন, যেখানে একে অন্যের ভিতরে আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া আত্মহারা হন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ দেখেন, সেখানেই স্বর্গীয় প্রেমের সঞ্চার হইয়া জীবকে কৃতার্থ করে। এই মোহময় সংসারে, এই স্বার্থপরতা, কুটিলতা ও ক্রয় বিক্রয়ের লীলাভূমি সংসারে প্রেমের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস স্থাপন করা বড়ই কঠিন; প্রেমকেই পরিণয়ের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করা আরও কঠিন। কিন্তু যে সংসারে দুর্জ্জয় দুঃখরাশির সহিত সংগ্রাম করিয়া, অজেয় বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া মানুষ আপনার অসীম শক্তির পরিচয় পাইতেছে, অসংখ্য প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া শ্রেয়ঃকেই লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে, আপনার দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা জানিয়াও আপনার অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বস্তুর আকাজ্ক্ষায় সচেষ্ট হইতেছে, সেই সংসারেই মানুষ মানুষের হীনতা, স্বার্থপরতা, সুখাসক্তি ও কপটতা দেখিয়াও বিশুদ্ধ প্রেমের ভিখারী হইয়া ফিরিতেছে। অন্ধকে দর্পণ দেখাইয়া যেমন কোন ফল নাই, বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন যাঁহারা জীবনে পান নাই, তাঁহাদের নিকটেও প্রেমের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা বিফল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যাঁহারা এ পথের পথিক—ভুক্তভোগী, তাঁহারাই জানেন যে, প্রেম কি পরম পদার্থ!

"মনের সহিত, যে করে পিরীতি,
তার প্রেম কৃপা হয়;
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়।
মনের সহিত করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ আশে;
স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে।
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস;

দুই ঘুচাইয়া এক-অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।"

ইহাই প্রকৃত প্রণয়ের লক্ষণ। পুরুষ ও রমণীর ভিতরে এই প্রেম সঞ্চারিত হইয়া যেখানে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়, একে অন্যকে আত্মদান করেন এবং উভয়ে এক-অঙ্গ একপ্রাণ হইয়া সসীম আত্মায় অসীমের অস্ফুট মধুর ধ্বনি শ্রবণ করেন, সেই স্থানেই আধ্যাত্মিক বিবাহ হয়। যেখানে পতির নয়ন দিয়া পত্নী বিশ্বভুবন দর্শন করেন, পত্নীর কর্ণ দিয়া পতির মর্ম্মে যেখানে অনির্ব্বচনীয় সুধা-বাণী প্রবেশ করে, সেই স্থানেই সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়, সেই স্থানেই মানবজীবনের গূঢ় রহস্য ভেদ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সাংসারিকতা এতই প্রবল হইয়াছে যে, এখন কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, বিবাহ ব্যাপারটা একটা লাভা-লাভ, সুখ সুবিধা, দান বিক্রয়ের চুক্তির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যত দিন জন-সমাজে বিবাহের আধ্যাত্মিক আদর্শ সর্ব্বে-সর্ব্বা না হইবে, যত দিন বিশুদ্ধ অনুরাগ অপেক্ষা লাভ ক্ষতিকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইবে, প্রেম অপেক্ষা অস্থায়ী বিষয় বিভব অধিক মূল্যবান্ থাকিবে, ততদিন কোন সমাজেরই কল্যাণ দেখিতেছি না।

হিন্দুরমণী কেবল স্বামীর সহধর্ম্মিণী নহেন, তিনি স্বামীর সখী ও সহচরী।

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥"

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত-কর্ম্ম সাধিকা হইবেন এবং নির্ম্মল থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষ হইবেন।

হিন্দুরমণী যে স্বামীর সখী ও সহচরী,— ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে, এবং জনহিতব্রতে যে তিনি পুরুষের সহিত সমান আসন পাইবেন,—পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিবেন, এ কথা ভাবিতেও লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! কিন্তু ভারতবর্ষে এ ভাব এক-টুকুও নূতন নহে, এ দেশের পক্ষে এ তত্ত্ব অভিনব নহে। যে দেশে রাম সীতার অপূর্ব্ব আদর্শ অদ্যাপি দেশীয় সাহিত্যে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে, যে দেশে সাবিত্রী সত্যবান্, নল দময়ন্তীর উপাখ্যান আজও বালকবালিকাগণের মুখে অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ এ ভাবকে পাশ্চাত্য-ভাবের অনুকরণ বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তবে তাঁহাকে দেশীয় শাস্ত্রানভিজ্ঞ বলিয়াই উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি ভূভাগে এ ভাব বিশিষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে যে কদাপি এ ভাব বর্ত্তমান ছিল না, এ কথা সত্য নহে। যে দেশ যখন সভ্যতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিবে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি যখন

যে দেশে আত্যন্তিক হইবে, শিল্প বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য ও সঙ্গীত শাস্ত্র যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিবে, সেই পরিমাণে সেই দেশে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহচর ও সহচরীর ভাব, সখা সখীর সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যেখানে স্বামী পত্নীর শুভ সংকল্পের সহায় হইয়া তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান, যেখানে পত্নী স্বামীর সদাকাঙ্ক্ষার সহায় হইয়া তাঁহার পার্শ্বে সর্ব্বদাই আজ্ঞাবহের ন্যায় অপেক্ষা করেন, সেখানেই উভয়ের হৃদয়ের আশা, উভয়ের প্রাণের ভালবাসা, উভয়ের জীবনের লক্ষ্য এক হইয়া প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম উৎপাদন করে। শ্রীচ, চ।

কংফুসের উপদেশসার।

১। জ্ঞানানন্দ—যে ব্যক্তি অধ্যবসায় সহকারে ও নিরলস ভাবে সৎ ও মঙ্গলের অনুশীলনে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি পরমানন্দ—জ্ঞানানন্দের অধিকারী।

২। বাহ্যশোভা—যে ব্যক্তির বাহ্য চাকচিক্য ও আড়ম্বর অধিক, তাহার মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম বিরল।

৩। পূর্ণজ্ঞান—যদি মানবদিগের উপদেষ্টা হইতে চাও, তাহা হইলে যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর এবং প্রতিদিন কিছু কিছু নূতন শিক্ষা লাভ কর।

৪। শ্রেষ্ঠ মনুষ্য—শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে? ঋষি বলিলেন, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যিনি আপনার কথা প্রথমে কার্য্যে পরিণত করেন এবং তৎপরে আপনার কার্য্য অনুযায়ী কথা বলেন। সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যাঁহার সকল মানবের প্রতি সমান সদ্ভাব এবং যাঁহার অহঙ্কার ও পক্ষপাতিতা নাই।

৫। চরিত্রনীতি—সুসাং শাসন কর্ত্তা হইবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে ছিলেন। তত্ত্ববিৎ তাঁহাকে বলিলেন অনেক কথা শুনিও, তাহা হইলে সন্দেহ দূর করিতে পারিবে; যাহা বল তাহা মনোযোগের সহিত বলিও, তাহা হইলে বৃথা বাক্য বলিবে না এবং মিথ্যা দোষে দোষী হইবে না। অনেক দেখ, তাহা হইলে অজ্ঞতা বশতঃ যে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা, তাহা কম হইবে। আপনার কার্য্য সকল মনোযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা কর, তাহা হইলে পশ্চাৎ তাপ করিতে হইবে না। যদি তোমার বাক্য কথনে দোষ না ঘটে এবং কার্য্যানুষ্ঠান অনুতাপের কারণ না হয়, তাহা হইলে তুমি যে পদের প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অগ্রেই লাভ করিয়াছ।

৬। সাধুতা ও বিশ্বস্ততা—তত্ত্ববিদ্ বলেন যাহার সাধুতা ও বিশ্বস্ততা নাই, সে কিম্ভূত কিমাকার জন্তু। সে চক্রশূন্য বৃহৎ

রথ অথবা কীলকশূন্য শকটের ন্যায়। জীবনপথে সে কি প্রকারে আপনাকে চালাইবে?

৭। মৃত্যুর আয়োজন—প্রাতে যদি বিবেকের স্বর্গীয় বাণী শ্রবণ করিয়া থাক, সায়ংকালে মরিবার উপযুক্ত হইবে।

৮। কার্য্য ও বাক্য—মানুষদিগের সহিত যখন প্রথম ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম; তখন আমি তাহাদিগের বাক্য শুনিতাম এবং মনে করিতাম তাহাদিগের কার্য্য তদনুরূপ হইবে। এখন তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া তাহাদিগের বাক্য শুনি এবং তাহাদিগের কার্য্যের সহিত তাহার তুলনা করি।

৯। মহাপুরুষের আদর্শ—নির্জ্জনে চিন্তা করা এবং চিন্তার বিষয় সকল মনে ধারণা করা; অধ্যয়নে আত্ম সমর্পণ করা এবং কিছুতে ভগ্নোদ্যম না হওয়া, মানবদিগকে শিক্ষা দান করা এবং নিজে শোকে দুঃখে অটল থাকা মহাপুরুষের আদর্শ।

১০। আত্মোৎকর্ষ—যদি কোন ব্যক্তি আপনার মনের বিকাশ সাধনে চেষ্টা না করে, আমি তাহার মনের বিকাশ করিয়া দিতে পারিব না। যদি কোন ব্যক্তি তাহার বাকশক্তি চালনা না করে, আমি তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া দিব না। ছাত্রকে বর্গক্ষেত্রের একটী কোণ মাপিতে শিখাইলে সে যদি অবশিষ্ট তিন কোণের পরিমাণ নিজে বাহির করিতে না পারে, আমি তাহার জন্য পুনরায় শ্রম স্বীকার করি না।

১১। সকল মনুষ্যই শিক্ষক—তত্ত্ববিদ বলেন, আমরা তিন জনে যদি ভ্রমণ করি, তন্মধ্যে দুই জন আমার শিক্ষক—ভাল মানুষটীর অনুকরণ করিব, মন্দ মানুষটী দ্বারা আত্মদোষ সংশোধন করিব।

১২। ধর্ম্ম সাহস—ঈশ্বর আমার অন্তরে ধর্ম্ম রোপণ করিয়াছেন, হোয়ান লুই (সয়তান) আমার কি করিতে পারে?

১৩। সদ্ভাব—প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রেম কর।

জগজ্জ্যোতি।

যে সময়ে বিপুলকীর্ত্তি আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করেন, তৎসাময়িক একটী ঘটনা নুরজাহানের বাল্যজীবন। আকবর সাহ যেমন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ভাগীরথী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার জীবনী পাঠে তাঁহার অলৌকিক মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উহা এক্ষণে আলোচ্য নয়। নুরজাহানের ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে ঐটুকু পরিচয় দেওয়াই আবশ্যক।

গিয়াস উদ্দীন নামে একজন পারসিক ঘোর দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া তিহারণ হইতে ভারতবর্ষের দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহার সহিত দুই পুত্র ও গর্ভবতী সহধর্ম্মিণী ছিলেন। পরমেশ্বরের অপূর্ব্বলীলা! তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে হিমালয়কে অত উচ্চ করিয়াছেন, সাহারাকে ভীষণমূর্ত্তিতে রাখিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? তিনি কি জন্য মনুষ্যকে সুখ সৌভাগ্য দেন, আবার দুঃখ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত করেন, কোন্ উদ্দেশ্যে মনুষ্যহৃদয়ে নির্দ্দয়তা ও দয়ার একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা কে বুঝিবে? আজ গিয়াস একে দৈন্য দশায় উৎপীড়িত, তাহাতে আবার তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী কান্দাহারে আসিয়া এক কন্যা প্রসব করিলেন। দৈন্য দশার সহিত আরও দৈন্যভাব জুটিল! মানব যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। গিয়াস আজ স্নেহের পুতলী, মাতার অঞ্চলের নিধি, সেই ক্ষুদ্র কমলিনীকে নিঃসহায় ভাবে ফেলিয়া পত্নীকে আপনার অনুগামিনী হইতে বাধ্য করিল। তাহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, তাই এই নিষ্ঠুর কার্য্য সমাধা করিতে পারিল। কিন্তু যাঁহার চক্ষু এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যাঁহার হস্ত দুর্ব্বল অক্ষমের সাহায্যার্থে নিযুক্ত আছে, যাঁহার অনন্ত করুণা বলে মানুষ জীবিত, তিনি আজ অসহায়া বালিকার সাহায্যের উপায় করিলেন। তাঁহারই মঙ্গল হস্ত দ্বারা চালিত হইয়া এক বণিক সেই স্থানে উপনীত হইল। চন্দ্রের কৌমুদী, কমলিনীর কোমলতা, শিশুর সস্নেহ দৃষ্টি কে না ভালবাসে? বণিকের হৃদয় ঐ অসহায়া বালিকার জন্য কাঁদিল। তিনি ঐ বালিকা রত্নটীকে কুড়াইয়া লইলেন। তিনি তাহার প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন, এবং পরে তাহার মাতাপিতার সন্ধান পাইয়া তাহাদিগের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন।

গিয়াস ক্রমে ভারতবর্ষে আসিয়া আকবরের সরকারে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং গুণগ্রাহী সম্রাট্ গিয়াসের পদোন্নতি করিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আকবরের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হন। এখন তাঁহার বালিকার নাম 'মহরূল-নেশা।' তিনি তাঁহার মাতার সহিত প্রায়ই সম্রাট্-সংসারে গতায়াত করিতেন। এই সময়ে যুবরাজ সেলিম তাঁহার ভুবনমোহন অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইলেন এবং তাঁহার পাণিগ্রহণে উৎসুক হইলেন। মহরূলনেশা যে শুদ্ধ শারীরিক সৌন্দর্য্যে সুন্দরী ছিলেন তাহা নহে—তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যও যথেষ্ট ছিল। তিনি সুকবি, সুগায়িকা ও প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্না রমণী। তিনি এমন কি কবিতায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। কারুকার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল; তাঁহার কারুকার্য্য এমনি সুন্দর যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাহা দেখিয়া অনেক সময়ে মুগ্ধ হইতেন। কথিত আছে সৌখীন সমাজে যে গোলাপী আতরের

এত আদর, নুরজাহান তাহার উদ্ভাবনকর্ত্রী। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রমণীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, প্রায় সমস্ত গুলিই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। মহামতি আকবর পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিয়া মহরুলকে বর্দ্ধমানের জায়গীরদার সের খাঁর সহিত বিবাহ দেওয়ান। সের খাঁ বুদ্ধিমান্ ও বীরপুরুষ। তিনি একটী ব্যাঘ্রকে মল্লযুদ্ধে নিহত করিয়া 'সের' উপাধি প্রাপ্ত হন। মহরুলনেশার জীবনের এই অংশ শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু হায়! চিরদিন কখন সমান যায় না! আকবর সাহ খৃঃ ১৬০৫ অব্দে পরলোক গমন করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নামে অভিহিত হইয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি নাই। তিনি ফুল্লকমলিনীকে মৃণালচ্যুত করিয়া নিজ হৃদয়ে ধারণ করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ও শান্তির কারণ স্থির করিলেন। জাহাঙ্গীর কুতবকে বর্দ্ধমান হইতে মহরুলকে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; কুতবও ভ্রাতৃআজ্ঞা পালনার্থ সসৈন্যে সের খাঁ সমীপে গমন করিয়া জাহাঙ্গীরের মন্তব্য প্রকাশ করিলে বীর সের খাঁ তৎক্ষণাৎ নিজ অসি দ্বারা কুতবকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তিনি একাকী কতক্ষণ যুঝিবেন? পদ্মিনী মৃণালচ্যুত হইল—সের খাঁ বিনষ্ট হইলেন। মহরুলকে দিল্লীতে আনয়ন করা হইল সত্য, কিন্তু জাহাঙ্গীরের মনোরথ বিফলপ্রায়। মহরুল বন্দিনী, কিন্তু স্বামিশোক বিস্মৃত হন নাই—এখনও তাঁহার হৃদয়ের ভাব উন্নত; তিনি সম্রাটের বিবাহপ্রস্তাবকে ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন। দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর অতীত হইল। মহরুল এখন (১৬১১ খৃঃ অঃ) কি জানি কি কারণে বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু সেলিম তোমায় ধিক্! তোমার জন্য যোধাবাই প্রাণত্যাগ করিলেন!

এখন আর সে মহরুল নাই। এখন তিনি দিল্লীর সিংহাসনে রাজেশ্বরী। এখন তাঁহার অলোকসামান্য রূপে জাহাঙ্গীর মুগ্ধ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইয়াছেন। সৌন্দর্য্য যুবতীর না যৌবনের? হাসি ফুলের না পূর্ণবিকাশের? শৈত্য শশধরের না কৌমুদীর? আহা! সেই স্বভাবসুন্দর কান্তি আরও কমনীয় হইল। আজ সেই পিতৃত্যক্তা কন্যা রাজরাণী! এখন সে মহরুলনেশাকে চিনিবার যো নাই—মহরুল এখন 'জগজ্জ্যোতি বা নুরজাহান' হইয়াছেন।

জাহাঙ্গীর অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন এবং রাজকার্য্য রীতিমত পর্য্যালোচনা করিতেন না; নুরজাহান সর্ব্বেসর্ব্বা। জাহাঙ্গীরের নামের সহিত তাঁহার নাম মুদ্রায় চলিতে লাগিল। এখন নুরজাহান বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহার ভবিষ্য জীবন-আকাশে একখণ্ড কাল মেঘ দেখা দিতেছে। তাঁহার আত্মীয়েরা সকলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার এই প্রভুত্বের জন্য এবং অন্যান্য কয়েকটী

কারণে রাজপুত্র খুরম (সাজাহান) এবং এমন কি, তাঁহার সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ পর্য্যন্ত রাজদ্রোহী হইলেন। কিন্তু ঐ শেষ ঘটনাটার সময় নুরজাহানের বীর হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন মহব্বৎ কাবুলের নিকটবর্ত্তী হিডস্‌পিসে সম্রাটকে পাঁচ সহস্র সৈন্য সাহায্যে বন্দী করেন, তখন নুরজাহান সেরিয়ারের শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নিজে হস্তিচালনাপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার সে সাহস, সে উদ্যম বিফল হইল—সম্রাটকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরে অনন্যোপায় হইয়া স্বামিসহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দিনী হইলেন। এইটী তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের কার্য্য। এক-বৎসর পরে তিনি চাতুরী বলে স্বামীর উদ্ধার সাধন করিলেন। দীপ নির্ব্বাপিত হইবার অগ্রে একবার অত্যুজ্জল হয়, পরে নিবিয়া আইসে। নুরজাহানের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়। তাঁহার ভবিষ্য জীবন-আকাশের মেঘ ঘনীভূত হইতে লাগিল—জাহাঙ্গীর খৃঃ ১৬২৬ অব্দে পূর্ব্ব-সঞ্চিত শ্বাসরোগে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গতাসু হইলেন। তাঁহার জীবনের সহিত জগজ্জ্যোতির জ্যোতি ও প্রভুত্ব হ্রাস হইল। খুরম 'সাজাহান' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং জগ-জ্জ্যোতিকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। এক সময়ে যাঁহার আদেশে রাজপুত্র বীর খুরমের মস্তক অবনত হইয়াছিল, যাঁহার বুদ্ধিবলে বীরবর মহব্বৎও অবনত হইয়াছিলেন, যাঁহার আদেশে সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য চালিত হইয়াছিল, তিনি আজ বন্দিনী—তিনি আজ পরপ্রত্যাশী, আজ আবার অসহায়া! দুই একদিন করিয়া তাঁহার জীবন ফুরাইতে লাগিল; তিনি খৃঃ ১৬৬৪ সালে ভবধাম ত্যাগ করেন। —তাই বলি লীলাময়! তোমার লীলা অতীব বিচিত্র !!

শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন আগামী ২৭এ মার্চ্চ সিমলা যাত্রা করিবেন।

২। কোচবিহারের মহারাজা ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে নির্ব্বিঘ্নে পৌছিয়াছেন।

৩। ছোট নাগপুরের দরিদ্র ভদ্র মহিলাদিগকে তুলা কাটিতে দিয়া অর্থ সাহায্য করা হইতেছে। দশ হাজার টাকা এজন্য নিয়োজিত হইয়াছে।

৪। দিল্লী সহরে ১৯ বৎসরের এক যুবা আসিয়াছে, তাহার শরীর ৭ ফিট উচ্চ, তাহার ভগিনী নাকি তাহার অপেক্ষা দীর্ঘাকার।

৫। মারীভয় প্রযুক্ত এ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান যাত্রীদিগের মক্কা গমন রহিত করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়া গেজেটে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে।

৬। ক্রীট. দ্বীপে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, গ্রীক্ সৈন্য দ্বারা ৫০০ মুসলমান সৈন্য অবরুদ্ধ। গ্রীক্‌রাজ খৃষ্টান, তিনি ক্রীটবাসী খৃষ্টানদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প।

৭। অধ্যাপক মোক্ষমুলার সস্ত্রীক নেপল্‌সে কিছু দিন বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন।

৮। গত ২৪ এ ফেব্রুয়ারি বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের প্রধান সেনাপতি হোয়াইট সাহেবের সহধর্ম্মিণী স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং প্রধান সেনাপতি ও হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস্ বক্তৃতা করেন। কলিকাতার অধিকাংশ গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৯। মুরসিদাবাদের নবাব বেগম মুসলমান অনাথাশ্রমে ১০০৲ এবং কলিকাতার অন্যান্য দাতব্যালয়ে ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১০। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও আলমোড়াতে বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচারার্থ তিনটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিবেন।

১১। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের রাজবাড়ী ফরিদপুর শাখা নির্ম্মাণার্থ ষ্টেট সেক্রেটারী ১৩,৬০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

১২। মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা গত ৬ই মার্চ্চ নিমন্ত্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়াছিলেন।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। বিশ্বজীবন—শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, নগদ মূল্য ৴০ আনা। এই সংখ্যায় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। জগন্নাথ বঙ্গের অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব ও মাতার নাম অম্বিকা, বাসগ্রাম ত্রিবেণী। পিতার ৬৬ বর্ষ বয়সের সন্তান জগন্নাথ বড় আদরে ছেলে হওয়াতে বাল্যকালে বড়ই দুরন্ত ছিলেন। পরে অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য বলে সর্ব্বত্র পূজ্য হন। মহাপণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স ইঁহার গুণে বশীভূত হইয়া সস্ত্রীক ইঁহার গৃহে মধ্যে মধ্যে অতিথি হইতেন। এরূপ মহাপুরুষের জীবনী সকলেরই পাঠ্য।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আগামী বারে সমালোচ্য :—বঙ্কিমচন্দ্র ৩য় ভাগ, গীতাবলী (৺রামনিধি গুপ্তের), দুলালী ও সাধু তুকারামের জীবনচরিত।

বামারচনা।

স্বর্গীয় আত্মার উক্তি।

কেন অকারণ,
করিছ রোদন,
চিরদিন হেন কভু না রবে;
পাইয়াছ দুঃখ
পাবে পুনঃ সুখ,
বিধির বিধানে মঙ্গল হবে।

বৃক্ষের শাখায়
অস্ফুট রেখায়,
কলিকা কতই ঘুমায়ে রয়;
কাননের মাঝে
সুকোমল সাজে
এক দিন দেখ জনম লয়।

তেমনি, বরষে
ফুটিবে হরষে
হৃদয়-কাননে কুসুম কত;
অশেষ বরণ
অতীব শোভন,
সৌরভে ভুলিবে অসুখ শত।

স্বরগের শান্তি,
বিনাশিবে শ্রান্তি,
করিবে শীতল তাপিত জনে;
এক সাথে পুনঃ,
হইবে মিলন,
কবে তা হবে ভাবি'ছি মনে।

চাও উর্দ্ধে চাও
দেখিতে না পাও?
অমরা আমার সুখের গেহ,
লভেছি এখন
অনন্ত জীবন,
বধিতে আমারে পারে কি কেহ?

ভয় নাই তবে
যত দিন ভবে
রেখেছেন বিধি কাটাও সুখে;
কাজ শেষ হলে,
বেশ হেঁসে খেলে,
ফিরিবে স্বগৃহে, মায়ের বুকে। স্নে।

ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজার শুভ অভিষেক উপলক্ষে।

মহারাজ!
আজ শুভদিনে ওই পূরব গগনে,
উঠেছে নবীন ভানু নবীন কিরণে,
আজ, লতা, পাতা, ফুল, ফল, নদী, গিরি, বনস্থল,
সেজেছে সকলে যেন নবীন ভূষণে,
অপূর্ব্ব আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে।
প্রকৃতি পেয়েছে আজ নবীন জীবন।
গায়ে মেখে পরিমল, কাঁপাইয়ে ফুলদল,
বহিতেছে বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ।
মধুর মধুর স্বনে ত্রিপুরাবাসীর প্রাণে
জাগাইছে ধীরে ধীরে আশার স্বপন।

বিহগ খুলিয়া প্রাণ, তুলিয়া পঞ্চম তান,
গাহিছে মঙ্গল গাথা হরষে মগন।
সকলেরি মুখে হাসি, বুকেতে আনন্দরাশি,
ফুটেছে সবার মুখে আশার কিরণ।

আনন্দ উৎসবে আজ শুভ দিনমানে,
ছুটেছে আনন্দ উৎস সবার পরাণে।
ভুলিয়া অতীত ব্যথা, অতীত বিষাদ-গাথা,
মাতিয়াছে সবে আজ আনন্দের গানে।
দীর্ঘশ্বাস বুকভরা, দুনয়নে বারিধারা,
এই ছিল যাহাদের সম্বল জীবনে,
(তারা,) মুছেছে নয়নজল, হৃদয়ে পেয়েছে বল,
নিরাশ আশার আলো দেখিয়াছে প্রাণে।
ওই শোন শত কণ্ঠ আজ সমস্বরে,
উল্লাসে "রাজন্! তব জয়" গান করে।

শুভদিনে মহারাজ আজ শুভক্ষণে,
সাজায়ে পবিত্র দেহ রাজ-আভরণে
রাজদণ্ড করে ধরি, বিশ্ব বিধাতায় স্মরি,
বস ও পবিত্র তব রাজসিংহাসনে।
মধুর মঙ্গল গানে, মিশিয়া সহস্র তানে,
জয় জয় জয় রব উঠুক গগনে।
শত প্রাণ এক হয়ে, প্রাণের ভকতি লয়ে,
দিউক সুচারু অর্ঘ্য ও পূত চরণে।
আশীষ কুসুমরাশি, স্বরগ হইতে আসি,
ছাউক মস্তক তব অপূর্ব্ব বরণে।

শুধুই কি মহারাজ হর্ষ কোলাহল?
মানবজীবন হায়, কঠোর কর্ত্তব্যময়,
জীবনের লক্ষ্য নহে আনন্দ কেবল।
এ জগতে বড় যাঁরা, 'কর্ত্তব্যের দাস তাঁরা'
প্রতি পদে বাঁধে সবে কর্ত্তব্য শৃঙ্খল।
আজি এই শুভদিনে, বসিলে যে সিংহাসনে,
রাজপদে বরিল যে প্রজারা সকল,
এ নহে হে রাজ্যেশ্বর! বাহিরের আড়ম্বর,
বাহিরের যত কিছু ক্ষণিক চঞ্চল।
এযে, শুভদিনে হলো আজ তোমার রাজন্!
সহস্র প্রজার সনে প্রেমের বন্ধন।

'রাজাত দেবতা' এই হিন্দুশাস্ত্রে বলে,
কিন্তু, কিন্তু অত দূরে, মানব-অদৃশ্য পুরে,
রাখিতে চাহে না তোমা প্রজারা সকলে।
সাক্ষাৎ দেবতা পিতা, মহারাধ্য পালয়িতা,
তুমিও রাজন্! আজ পিতৃপদ পেলে।
স্নেহময় পিতা হয়ে, ন্যায়-দণ্ড করে লয়ে,
পালিও প্রকৃতিপুঞ্জে সন্তানবাৎসল্যে।
লইলে মস্তকে অতি গুরুতর ভার,
পালিও হে যতনে কর্ত্তব্য পিতার।

সংসারের এই রীতি জানিও রাজন্।
স্নেহ, প্রীতি, প্রেম দিলে, ভক্তি, ভালবাসা
মিলে,
প্রাণ দিয়ে পাওয়া যায় সহস্র জীবন।
যে যত ঢালিতে জানে বিশ্বের উর্ব্বর প্রাণে,
বিশ্বও অজস্র তারে করে হে প্রদান।
শুধু আপনার তরে যাহারা ভাবিয়া মরে,
জগত তা হতে করে দূরে পলায়ন।
আপনা ভুলিলে হয় জগত আপন,
আপনারে পর করে স্বার্থপর জন।

প্রেমেতেই বশীভূত জগত সংসার।
প্রেমের কাছেতে বল বুদ্ধি মানে হা'র।
প্রেমত সামান্য নয়, প্রেমে বিশ্ব করে জয়,
প্রেমের গুণেতে শত্রু হয় আপনার।
রাজন্! এ শুভদিনে, সমগ্র প্রজার সনে
মধুর বন্ধন এক হইল তোমার,

তোমারি চরণে সবে, সঁপিয়া সর্ব্বস্ব, হবে
চির অনুগত চির সেবক তোমার।
তুমি দিলে স্নেহকণা তারা দিবে প্রাণ।
রাজন্ স্নেহের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।

প্রজারে যে কথা ব'লে দিয়েছ আশ্বাস,
মহারাজ! প্রভাতের পূরব আভাস,
ভবিষ্য নিশার বুকে শুকতারা সম জেগে
আঁধারে আলোক-রেখা করেছে প্রকাশ।
দেখালে যে ভালবাসা, মরমে জেগেছে আশা,
ঘুচাবে প্রজার ব্যথা হয়েছে বিশ্বাস।
দরিদ্র প্রজার আর আছে বা কি অধিকার?
(তবু) এ জগতে ভালবাসা পায় না বিনাশ।
তারা, যা আছে তাহাই দিয়ে পূজিবে তোমায়।
ভকতি, বিশ্বাস তারা দিবে তব পায়।

যে স্নেহের রবে তুমি করেছ আহ্বান,
রাজন্! প্রজার এই সর্ব্বোচ্চ সম্মান।
তাইত হে মহারাজ! এ আনন্দ দিনে আজ
উল্লাসেতে মাতোয়ারা সহস্র পরাণ।
তাইত সাহসী হয়ে, নব আশা প্রাণে লয়ে,
আসিলাম শুনাইতে হৃদয়ের গান।
যে ভাব কুসুমরাশি ফুটিয়াছে প্রাণে,
তা দিয়ে সাজায়ে ডালি দিলাম চরণে।

শ্রীবনলতা দেবী,
বরাহনগর।

কুমুদ।

হেরি তব নিশানাথে
হাসিছ সুন্দরি!
ঝরিছে আননে তাই
অপূর্ব্ব মাধুরী।
সারা দিনমান থাকি
প্রাণেশের আশে,
এত খনে প্রাণনাথে
পাইয়াছ পাশে!
ও মিলনে কিবা সুখ
বুঝিতে না পারি!
সহস্র যোজন দূরে
রয়েছ তাহারি।
সুদূর হইতে পূজি
হৃদয়ের ধনে,
কিবা সুখ পাও শুভে!
তোমার ও মনে?
আমরা যে নর নারী
কখন বুঝি না,
ও সুখ-কল্পনা কভু
স্মরণে আসে না।
একটু দেখিলে নাথে
সুখী হও সই,
সহস্র দর্শনে মোরা
তৃপ্ত নাহি হই।
সকাম মোদের প্রেম,
তুমি ত নিষ্কাম,
সুদূর পূজনে তাই
পূর্ণ মনস্কাম!
মোরা—নয়নে নয়নে হেরি
হৃদয়ে হৃদয়

তবু ও বাসনানল
তৃপ্ত নাহি হয়!
যত দেখি বাড়ে তৃষা
আরো দেখিবার,
একটু সরিলে, তুমি
অমনি আঁধার!
স্বার্থপর প্রেমী মোরা
পূরিত কামনা,
নীরবে সাধিছ তুমি
নীরব সাধনা!
কি উপমা দিব তব
ভেবে নাহি পাই,
"নিষ্কাম হইতে তুমি
শিখাও" না ভাই?

শ্রীমতী কুসুম কুমারী রায়,
ভাঙ্গাবাড়ী।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বর্ষ শেষ হইয়া আসিল, বামাবোধিনীর দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইবে। গ্রাহক গ্রাহিকা-গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এসময় সাবেক দেয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং স্মরণপূর্ব্বক ১৩০৪ সালের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মফস্বল হইতে মূল্য ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সিটী কলেজে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
১৩০৩। ১০ই ফাল্গুন।

শ্রীকালীনারায়ণ সেন,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

অগ্রিম।

হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ময়মনসিং	২৸৶০
গোপাল চন্দ্র সিংহ	ভবানীপুর	১।৶০
উপেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা	২৸৶০

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন	কলিকাতা	২॥৵০
সেক্রেটারি ফ্রে ওস পবলিক লাইব্রেরী	হাওড়া	১৷৵০
কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র	পুরী	২॥৵০
গিরিশচন্দ্র রায়	কলিকাতা	॥১০
স্নেহলতা দত্ত	চুঁচড়া	২॥৵০
জীবনমোহিনী ঘোষ	ভবানীপুর	১৲
শরৎ চন্দ্র রায় চৌধুরী	কলিকাতা	৸০
রাধিকা নারায়ণ ঘোষ	ঐ	১॥১০
পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন	ঐ	২॥৵০
সার রমেশ চন্দ্র মিত্র	ভবানীপুর	২॥৵০
রাজগোপাল রায়	নাদন ঘাট (বর্দ্ধমান)	১৸০
মহেন্দ্রনাথ রায়	হাওড়া	১॥১০
নীলকমল মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২॥৵০
কৃষ্ণমোহন দে	চুঁচড়া	২॥৵০
শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	হুগলী	৫।০
তারকগোপাল ঘোষ	কাঁথি	১৲
রাজকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতা	২॥৵০
বরদাদাস বসু	ঐ	॥৵০
কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী	ঐ	১৲
বসন্তকুমারী চক্রবর্ত্তী	ঐ	২॥৵০
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৩।১০
গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	২॥৵০
প্রিয়নাথ মল্লিক	ভবানীপুর	২॥৵০
গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	২॥৵৯
বিজয়লাল দত্ত	ঐ	১॥১০
ডাঃ গিরিশ চন্দ্র দে	ঐ	১॥১০
রাধামাধব গোস্বামী	ঐ	॥০
আশুতোষ রায়	হাওড়া	১।৵০
উপেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র	শিবপুর	৸০
মিস মাকার	কালনা	১।৵০
পরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায়	বাতড়া, বাঁকুড়া	২॥৵০
পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়	বেরিলি	২॥৵০
ধরণী ধর দাস	,,	২॥৵০
জগৎ তারিণী মৈত্র	কলিকাতা	১॥১০

(ক্রমশঃ)

সাবেক।

তারিণী চরণ দত্ত	কলিকাতা	১৲
কেদার নাথ রায়	ঐ	॥০
হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ময়মনসিংহ	৮৸৵০
অশ্বিনীকুমার দত্ত	বরিশাল	১০৲
প্রকাশচন্দ্র সিংহ	চাঁদপুর	৫৲
অনাথনাথ মল্লিক	কলিকাতা	২॥৵০
নয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	পুরী	৫৲
নগেন্দ্রনাথ সরকার	ঐ	৪৲
কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র	ঐ	২॥৵০
মৃন্ময়ী গুপ্ত	ভবানীপুর	২৲
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	খিদিরপুর	৫।০
আশুতোষ ঘোষ	ভবানীপুর	৯৲
রাজগোপাল রায়	নাদন ঘাট বর্দ্ধমান	২৲
অক্রূর চন্দ্র রায়	বালিয়াটী ঢাকা	॥৵১০
জলধর পাল	মাগুরা, খুলনা	১৲
আনন্দমোহন বর্দ্ধন	কুমিল্লা	৫৲
ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গয়া	২॥৵০
হেমচন্দ্র গড়	হুগলি	৪৲
কৃষ্ণ মোহন দে	চুঁচড়া	৫।০
অম্বিকাচরণ মিত্র	হুগলি	১৲
বিজয়কৃষ্ণ রায়	ঐ	২৲
রাধানাথ দেব	কলিকাতা	॥৵০
চতুর্ভুজ পট্টনায়ক	কটক	২॥৵০
বসন্তকুমারী চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২॥৵০
হেমলতা সরকার	ভবানীপুর	২৲১০
দীননাথ গাঙ্গুলী	হালিসহর	২॥৵০

(ক্রমশঃ)

No. 387. April, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৮৭ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩০৩—এপ্রেল, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

হীরক জুবিলি—ইংলণ্ডেশ্বরীর ইচ্ছানুসারে আগামী ২০এ জুন তাঁহার ৬০ বৎসর রাজত্বের উৎসব হইবে। ভারত-রমণীগণ প্রস্তুত হউন্।

সাম্রাজ্ঞীর দেশভ্রমণ—মহারাণী বিক্টোরিয়া ইটালী ভ্রমণে গিয়াছেন, পথে ফরাসী প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়।

শৈলবিহার—লর্ড এলগিন ২৭এ মার্চ্চ সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। ধন্য উত্তর পশ্চিমের শাসনকর্ত্তা মাক্‌ডোনাল্ড! তিনি দারুণ গ্রীষ্মে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের জন্য খাটিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

নূতন রেল—কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত রেল যাইবে, তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহা মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইবে।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—ভারতে প্রায় ৫ লক্ষ, বিলাতে ৬২ লক্ষ, কানাডায় ৪, চিনে ১, এবং অন্যান্য স্থানের চাঁদা ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতেশ্বরী পুনরায় ৫০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

মনোমোহন ছাত্রীবৃত্তি—স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের স্মরণার্থ লণ্ডনে এক সভা হইয়া চাঁদা উঠিতেছে। এই টাকায় এদেশীয় একটী বালিকাকে ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া হইবে, তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা হইবেন। এ দেশে মনোমোহন-স্মৃতি স্থাপনের চেষ্টার ফল কি হইল?

ক্রিট-সমর—গ্রীকরাজ ক্রিটের খৃষ্টান প্রজাদিগের সপক্ষে ও তুরস্ক-সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এদিকে

ইউরোপের প্রধান প্রধান খৃষ্টান গবর্ণমেণ্ট সুলতানের সহায়। ইংরাজ সৈন্য কাণ্ডিয়া, ফরাসী সিটিয়া ও স্পীনালঙ্গা, রুসিয় রেটিমা এবং জর্ম্মণ সৈন্য সুদা বে ও কেনিয়া অধিকার করিয়াছে।

পঞ্জাবে সমাজসংস্কার—দেওয়ান শান্তরাম আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। এই দৃষ্টান্তে গত দুই বৎসরের মধ্যে আরও ২০ জন উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত হিন্দু আপনাদের বালবিধবা কন্যাদিগের বিবাহ দিয়াছেন।

ভূপালের দেওয়ান—মৌলবী আব-দুল যব্বর এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভূপালের সৌভাগ্য।

চতুষ্পদ হংস—পারিসের পশুশালায় এক অদ্ভুত পক্ষী আছে। ইহা চারি পায়ে ভর দিয়া চলিয়া বেড়ায়।

প্রজাবতী রমণী—ভিয়েনা নগরে এক তন্তুবায়-পত্নী ১১ বারে ৩২টী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৬টী পুত্র ও ৬টী কন্যা। স্ত্রীলোকটীর বয়স ৪০ বৎসর মাত্র।

প্রচারক হত্যা—আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিত লেখরামকে এক মুসলমান হত্যা করায় পঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় ঘোর বিবাদ বাধিয়াছে। পণ্ডিতের নিরাশ্রয় পরিবারদিগের জন্য অনেক টাকা চাঁদা উঠিয়াছে এবং মহাসমারোহে তাঁহার সৎকার সম্পন্ন হইয়াছে। হিন্দুদিগের এ সময় বিশেষ ধৈর্য্য প্রদর্শন আবশ্যক।

রাজ্ঞী-নির্ব্বাসন—ফরাসীরা মাদা-গাস্কার অধিকার করিয়া তাহার রাজ্ঞীকে রি-ইউনিয়ন দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

দান—রাজসাহীর কুমার কেদার প্রসন্ন লাহিড়ী অনাথবন্ধু সমিতিতে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ছোট লাটের ভাতাবৃদ্ধি—বৎসরে ৬ হাজার ছিল, ১২ হাজার হইয়াছে।

দড়ী-বাজীকরের মৃত্যু—যে বিখ্যাত ব্লণ্ডিন সাহেব কলিকাতায় দড়ী-বাজী দেখাইয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন ও সন্তরণে নায়েগারা জলপ্রপাত অতিক্রম করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ইবের সমাধি—আরবদেশের জিড্ডা নগরে এই সমাধিস্থান দর্শনার্থ বৎসর বৎসর ৪০।৫০ হাজার লোক সমাগত হয়। কবর দীর্ঘে ৫ হস্ত। আরবদের মতে মানবজাতির আদিমাতা ইব স্ত্রীলোকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি ছিলেন।

হিন্দু স্ত্রীশিক্ষা—গত ১৯এ মার্চ্চ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হলে মহাকালী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। দ্বার-ভাঙ্গার মহারাজা সভাপতির কার্য্য এবং মান্দ্রাজের আনন্দ চালু বক্তৃতা করেন। এই বিদ্যালয়ের ইতিমধ্যে ৯টী শাখা এবং বহুসংখ্যক ছাত্রী হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সংস্থাপিকা মাতাজী মহারাণী অর্থে সামর্থ্যে এই সদনুষ্ঠানের উন্নতি সাধনে যত্নবতী, তাঁহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের কয়েকটী কথা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া বাল্যাবস্থায় পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার গুরুজনেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "May-flower" বা "বসন্তের ফুল" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাণীর মাতা জর্ম্মণির মধ্যে অতি সুন্দরী মহিলা বলিয়া খ্যাতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্মভাবাপন্না রমণীও অতি অল্প দেখা যাইত। ইনি স্বীয় কন্যাকেও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ তৎপরা ছিলেন। তিনি যত দিন জীবিতা ছিলেন, প্রত্যহ ভিক্টোরিয়াকে ধর্ম্ম-পুস্তক (বাইবেল) অধ্যয়ন করাইতেন এবং তাঁহার হৃদয়ে যাহাতে বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তির উদ্রেক হয়, এরূপ উপদেশ দিতেন।

যখন মহারাণীর বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহাকে শীঘ্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে হইবে। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদ দেন। ভিক্টোরিয়া ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "বড় গুরুতর কাজ। খুব গৌরবের কথা বটে,—কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার। রাজ্যেশ্বরী পদের গৌরব আছে কিন্তু তেমনি আবার দায়িত্বও আছে।" তৎপরে কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া সেই অল্পবয়স্কা বালিকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "রাজ্ঞী হইয়া আমি নিশ্চয়ই ভাল করিয়া কাজ করিব।" মহারাণী সেই বালিকাবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সেই প্রতিজ্ঞা তিনি ৬০ বৎসর কাল সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন। রাজ্যেশ্বরীরূপে, স্ত্রী রূপে, ও মাতা রূপে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ তৎপরা।

মহারাণী চিরকালই অতি বুদ্ধিমতী। বাল্যাবস্থায় ইনি অতি সহজেই স্বীয় পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ফরাসীস ও জর্ম্মণ ভাষায় ইনি উত্তম রূপে কথোপকথন করিতে শিখেন এবং লাটিন ভাষায় বার্জ্জিল ও হোরেসের গ্রন্থ-পাঠ করিতে পারিতেন। ভিক্টোরিয়া অল্পকাল মধ্যে গ্রীক ভাষা ও অঙ্ক বিদ্যা অতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অঙ্ক বিদ্যা শিখিতে ইনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

সত্যপ্রিয়তা মহারাণীর একটী প্রধান গুণ। তাঁহার বাল্যকালে এক দিন তাঁহার মাতা তাঁহার পাঠাগারে গমন করিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গুরু মা, ভিক্টোরিয়া দুষ্টামি করেন না ত?" শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "একবার দুষ্টামি করিয়াছিলেন, তাহার পর খুব ভাল ব্যবহার করিতেছেন।" ভিক্টোরিয়া এই কথা শুনিয়া

তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন "না, মহাশয়া, একবার নহে—দুইবার। আপনি ভুলিয়া একবার বলিয়াছেন।" বাস্তবিকই তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর ভুল হইয়াছিল। বলা বাহুল্য বিক্টোরিয়ার এরূপ সত্য-পরায়ণতা দেখিয়া তাঁহার মাতা ও শিক্ষয়িত্রী উভয়েই অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

যখন চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইল, তখন চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মযাজক বিক্টোরিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন যে, তিনি যেন রাজ্যভার লইবার জন্য প্রস্তুত হন। বিক্টোরিয়া প্রধান ধর্ম্মযাজকের মুখে ঐ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন্।" ধর্ম্মযাজক তাঁহার অনুরোধানুসারে ভক্তিভাবে এই প্রার্থনা করিলেন যে, বিক্টোরিয়া যে গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বহন করিতে ঈশ্বর যেন তাঁহাকে বল ও সাহস প্রদান করেন। বিক্টোরিয়াও অবনতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট ঐ মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন। মহারানী চিরকালই ধর্ম্মবিশ্বাসিনী ও প্রার্থনাশীলা।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহাতে রাজা বা রাজ্ঞীর সম্মতি দান আবশ্যক হইত। আমাদিগের মহারাণী রাজ্যেশ্বরী হইবার কিছুকাল পরেই এক সৈনিক পুরুষের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্ মহারাণীর সম্মতি লইতে তাঁহার নিকট গমন করেন। দণ্ডাজ্ঞা-পত্র পাঠ করিয়া সজলনয়নে বিক্টোরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই?" ডিউক উত্তর করিলেন "না, এ ব্যক্তি তিনবার সৈন্যদল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। তবে কোন কোন সাক্ষী উহার সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া মহারাণী বলিলেন, "তবে ইহার দোষ মার্জ্জনীয়," এবং দণ্ডাজ্ঞা-পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন "ক্ষমা করিলাম।" মহারাণী অতীব দয়ার্দ্র-হৃদয়া, এবং কাহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় সম্মতি দেওয়া তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া উপরিউক্ত ঘটনার পর হইতে নিয়ম হইল যে, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বৈধ করিবার জন্য রাজা বা রাজ্ঞীর সম্মতিগ্রহণ আবশ্যক হইবে না।

মহারাণী তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণকে বড়ই ভাল বাসেন। "প্রতিবেশীকে ভাল বাস" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাণী সে উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে কুত্রাপি বিস্মৃত হয়েন না। উইণ্ডসর, কেনসিংটন, বেলমোরেল প্রভৃতি যে যে স্থানে মহারাণীর প্রাসাদ আছে, তাহার নিকটবর্ত্তী দুঃখী দরিদ্র পরিবারগণের প্রতি মহারাণীর অকপট স্নেহ মমতার বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সময় পাইলেই এই সকল পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাহাদিগের যাহার যে

অভাব থাকে, তাহা মোচন করিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে গিয়া দেখিলেন হয়ত শিশুর শীত-নিবারক বস্ত্র নাই, মহারাণী প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া অমনি তাহার উপযোগী বস্ত্রাদি প্রেরণ করিলেন। কাহারও ঘরে দেখিলেন, হয়ত কেহ পীড়িত, অমনি তাহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাহারও গৃহে দেখিলেন পুত্র-বিয়োগে কাতর হইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতেছে, অমনি তাহাদের শোক দূরীকরণে তৎপর হইলেন। তাঁহার এইরূপ দয়া ও সৌজন্যের কত যে উদাহরণ আছে, তাহা সংখ্যা করা যায় না।

মদীয়তা ও ত্বদীয়তা।

এই দুইটী, পুরুষ প্রকৃতির অপূর্ব্ব মনোভাব। প্রণয়িযুগল কোম্পানির যৌত মূলধন, বা জয়েন্ট ষ্টক্। এই মূলধন অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আজীবন কারবার করিয়া থাকেন। "তুমি আমার" ইহার নাম মদীয়তা এবং "আমি তোমার" ইহার নাম ত্বদীয়তা।

অনুরাগ, স্থলবিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোথাও দাস্য, কোথাও সখ্য, কোথাও বাৎসল্য, কোথাও মাধুর্য্য। অনুরাগকে প্রণয়, প্রীতি ভক্তি ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা যায়। এই সকল ভাব যখন আত্মসুখস্পৃহা বিবর্জ্জিত হয়, তখনই প্রেম নাম ধারণ করে। পৃথিবীতে প্রেম বড়ই বিরল। যেখানে যে পরিমাণে প্রেমের সঞ্চার হয়, সেখানে সেই পরিমাণেই মদীয়তা ভাব প্রবল হয়। প্রেমে যে ত্বদীয়তা ভাব না থাকে, এমন নহে। জীবের প্রকৃতিভেদে কোথাও মদীয়তা, কোথাও ত্বদীয়তা ভাব প্রবল থাকে। কিন্তু মদীয়তার অন্তরে ত্বদীয়তা এবং ত্বদীয়তার অন্তরে মদয়ীতা ভাব সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। কখন কখন এই অন্তর্ভূত ত্বদীয়তা ও মদীয়তার মধ্যেও গূঢ়তর মদীয়তা ও ত্বদীয়তা ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমরা সাধ্যানুসারে সে চেষ্টা করিব।

ত্বদীয়তা ও মদীয়তা প্রণয়সাগরের বেলা স্বরূপ। প্রণয়পয়োধিতে রাগ, দ্বেষ, অভিমান, চিন্তা, আত্মসংযম, লজ্জা, ক্রন্দন, মৌন, প্রসাধন, উদ্বেগ, জাগরণ, কলহ ইত্যাদি অসংখ্য তরঙ্গ খেলিয়া থাকে, কিন্তু কোন তরঙ্গই ঐ দুইটী বেলা অতিক্রম করে না; উহার মধ্যেই অবস্থান করে। কোন কোন গ্রন্থকার ত্বদীয়তা ও মদীয়তাকে বস্ত্রের তানা পড়িয়ানবৎ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এ পৃথিবীতে বিশুদ্ধ ত্বদীয়তা, বা বিশুদ্ধ মদীয়তা মিলে না। আমাদের মতও তাই। ঐ দুইটী ভাব ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে।

যাঁহার মদীয়তা প্রবল, তিনি আপন প্রিয়জনকে আপন বশে রাখিয়া তাঁহার সুখ সম্পাদন করেন। আপনার সুখ হউক, বা নাই হউক, সে দিকে লক্ষ্য থাকে না, প্রিয়জনের সুখই প্রধান লক্ষ্য। যাঁহার স্বদীয়তা প্রবল, প্রিয়জনের উপর তাঁহার প্রভুত্ব নাই; সুতরাং প্রিয়জনের চেষ্টায় বাধা দিতে পারেন না। প্রিয়জন স্বকীয় ভাবের বশে অপরের সুখের জন্য হয়ত কত কষ্ট পান। স্বদীয়তা-শীল ব্যক্তি তাহার প্রতীকার করিতে পারেন না।

হিন্দু পুরাণমতে রামের প্রতি লক্ষণের স্বদীয় ভাব, লক্ষণের প্রতি রামের মদীয় ভাব। রামের উপর লক্ষণের প্রভুত্ব ছিল না। রাম ইচ্ছা করিয়া কত দুঃখ পাইয়াছেন, লক্ষণ তাহার প্রতীকার করিতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহার ভক্তি-খেদ ছিল। সেই কারণেই পুরাণমতে লক্ষণ দ্বাপরে জ্যেষ্ঠ বলরাম হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং রামাবতার কৃষ্ণকে কনিষ্ঠরূপে কতই সেবা করিয়া সুখী করিয়াছিলেন। তখন কৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব। কৃষ্ণ বলদেবের কোন চেষ্টায় বাধা দিতে পারেন নাই। বলদেব আপন ইচ্ছা-মত কৃষ্ণকে সুখী করিয়াছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণের প্রতি বলদেবের মদীয়তা ও বলদেবের প্রতি কৃষ্ণের স্বদীয়তা। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রণয়িযুগলের মধ্যে যাহার মদীয়তা প্রবল, তিনিই জয়ী। (ক্রমশঃ)

কলালাপ।

(৩৮৬ সংখ্যা—৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

বিবেচনাপূর্ব্বক সঙ্ সাজান না হইলে তাহাতে অনেক বিপদও আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন গণ্ডগ্রামে রাসের সময় চারি পাঁচটী ইতর লোককে ভালুক সাজান হইয়াছিল। চট্, আলকাতরা, পাট, কৃষ্ণবর্ণ শণ বা কেশ ইত্যাদি পদার্থনিচয় ঐ অপূর্ব্ব সাজ সজ্জার উপাদান হইয়াছিল। কোন কাটুরা সামগ্রী রেলযোগে দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিতে হইলে যেমন চট্ দিয়া তাহা 'প্যাক্' করিতে হয়, সেইরূপ ভালুক সাজাইবার জন্য ঐ হতভাগাদিগকে প্রথমে চট্ দ্বারা প্যাক্ করা হয়। পরে তাহার উপর আলকাতরা মাখাইয়া তাহাতে কেশ বসাইয়া কৃষ্ণ ভল্লুক,—পাট বসাইয়া শ্বেত ভল্লুক সাজান হয়। অনন্তর কাহারও গলে, কাহারও পদে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া নাচান হইয়াছিল। এইরূপ অপূর্ব্ব আমোদ হইতে হইতে মশালের অগ্নিতে ভল্লুকের লোম ধরিয়া গেল। ভল্লুকগণ ছুটাছুটি ও পরস্পর তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। লোমের নিম্নে আলকাতরা ও চটের প্যাক্

আছে। অগ্নি তীব্র আকার ধারণপূর্ব্বক কয়েকটী সাজা ভল্লুকের প্রাণ সংহার করিয়া সকল আমোদের উপসংহার করিল। "মণিভূনিকাকর্ম্ম" এরূপ সং সাজা নহে। আমরা আলেখ্য সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ যেন তাহাই স্মরণ করিয়া সংসাজান কর্ম্ম সম্পাদন করেন।

৭। উদকবাদ্য,—জলতরঙ্গ নামক বাদ্য-বিশেষ। অনেকে বিবিধ বাদ্য শুনিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই জলতরঙ্গ বাদ্য, বোধ হয়, অনেকে শুনেন নাই। কারণ এখন আর ঐ বাদ্যের তাদৃশ প্রচলন নাই। উহার ন্যায় শ্রুতিমধুর বাদ্য আর আছে কিনা সন্দেহ। উহা যেমন মধুর, উহার সাধনও তেমনি কঠিন। এই জন্যই বোধ হয় উহা লোপ পাইয়াছে। ১৭টী কাচের বাটী অর্দ্ধবৃত্তাকারে সম্মুখে সজ্জিত করা হয়। অনন্তর বাদ্যকর বাম হস্তে জলপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে একটী ধাতু, বা অস্থি-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শলাকা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ঐ বাটীতে আঘাত করেন,—আর বাম হস্তে জল ঢালিতে থাকেন। সেতারার সতরটী পরদায় অঙ্গুলি স্পর্শে যেমন সতরটী সুর বাজে; তেমনি এই সতরটী বাটীতে সতর প্রকার ধ্বনি উৎপন্ন হয়। জলের ন্যূনাধিক্যে ধ্বনির তারতম্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাটীতে আবশ্যক পরিমাণে জল ঢালিয়া সুরবদ্ধ করা হইলে, তাহাতে বিবিধ রাগরাগিণীর আলাপচারী হয় এবং গৎ ও গীত বাজান হয়। এমন মধুর বাদ্যধ্বনি পৃথিবীতে আর নাই,—যাঁহারা একবার শুনিয়াছেন, তাঁহারা জন্মে আর ভুলিতে পারেন না। হিংস্র জন্তুগণও, বোধ হয়, এই ধ্বনি শুনিলে স্তম্ভিত হয়। উহার অনুকরণে ৫।৭ খান কাচখণ্ড বিরল ভাবে বিন্যস্ত করিয়া "জল-তরঙ্গ" নামে একপ্রকার খেলনা প্রস্তুত হইয়াছিল। সে কালের উৎসবের হাট বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যাইত। এখন নানা প্রকার বিলাতী খেলনার আমদানী হওয়াতে সে সকল দেশীয় দ্রব্য লোপ পাইয়াছে। শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ আবার এই মনোহর কলাটীর জীবনন্যাস করুন।

৮। উদকঘাত,—জলের দ্বারা আঘাত। পিচ্‌কারী। যেমন দোলের সময় ফাগুরঞ্জিত লোহিত জল দ্বারা পিচ্‌কারী ক্রীড়া হইয়া থাকে, সরস্বতীপূজা উপলক্ষে যে উৎসব হয়, তাহাতে হরিদ্রা, কুসুম ইত্যাদি দ্বারা পীতবর্ণ জল লইয়া উদকঘাত ক্রীড়া করিতে হয়। হিন্দু-সমাজে যত প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক আমোদ প্রমোদ প্রচলিত দেখা যাইতেছে, সকলই শাস্ত্রমূলক। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যেরূপ সমাজহিতৈষী ও চিন্তাশীল ছিলেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকেই কিছু না কিছু উপকার আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বুদ্ধিদোষে ও শিক্ষাভাবে আমরা সর্ব্বত্র সে উপকারিতা অনুভব করিতে পারি না।

৯। ঐন্দ্রজাল,—ইন্দ্রজাল বিদ্যা সম্বন্ধীয়

বস্তু, বা ব্যাপার—কুহক ক্রীড়া, ঔষধ, বাজী, ভেল্‌কি। দত্তাত্রেয় তন্ত্র, শ্রীনিত্যনাথ বিরচিত সিদ্ধখণ্ড নামক তন্ত্রসারাদি প্রাচীন গ্রন্থে, এই ইন্দ্রজাল তন্ত্র,—কৌতূহল বিদ্যা নামে বিবৃত হইয়াছে।—এই ইন্দ্রজাল তন্ত্র, আর্য্য ঋষিগণের এক অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। ইহাতে না আছে, এমন আশ্চর্য্য ঔষধ এবং আশ্চর্য্য ব্যাপারই নাই। বাজীকরেরা এই শাস্ত্রের অন্তর্গত ২।৪টা ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়া লোকসমাজকে মুগ্ধ করে ও বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাতে যে কত প্রকার আমোদ, কৌতুক ও উপকারজনক ব্যাপার ও ঔষধ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সকলই দ্রব্যশক্তিমূলক। অনেকগুলির সহিত মন্ত্রশক্তিরও সংযোগ আছে। এখনকার অনেক ব্যক্তির মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু যে সকল ঘটনা ও ঔষধ কেবল বস্তুশক্তিমূলক, সেগুলির অনুশীলন ও অনুষ্ঠানে সমাজের বিশেষ লাভ আছে।

"যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে সমুপাগতাঃ।
তথা সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি ইন্দ্রজালস্থিতানিচ॥
তপ্তানাঞ্চ যথা ভানুঃ শাতুলানাং যথা শশী।
গম্ভীরাণাং যথা সিন্ধু র্জালেন্দ্রঞ্চ তথা প্রিয়ে॥
তথা কিং বহুলোক্তেন সর্ব্বলেন পুনঃ পুনঃ।
জালেন্দ্রস্য সমং শাস্ত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥"

এই শাস্ত্রে যে সকল অদ্ভুত বিষয় বর্ণিত আছে এবং যাহা কেবল দ্রব্যগুণে সম্পন্ন হয়, দিগ্‌দর্শন জন্য কেবল তাহার উল্লেখ মাত্র করিব। দ্রব্যগুণে মানুষ, পারাবত, ছাগ, ময়ূর, কাক আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হইতে পারে। একপ্রকার দ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া স্থলের ন্যায় জলে বাস করিতে পারা যায়। একপ্রকার অঞ্জন নেত্রে ধারণ করিলে শত যোজন দূরস্থ বস্তু এবং দিবায় নক্ষত্রাদি দেখা যায়। অন্য প্রকার অঞ্জন ধারণে ঘোর অন্ধকারে গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারা যায়। মৃত ব্যক্তিকে দ্রব্য শক্তিতে এক প্রহর পর্য্যন্ত জীবিত রাখা যায়। দ্রব্যগুণে সদ্য বৃক্ষ উৎপাদন এবং তাহাকে পুষ্পিত ও ফলিত করা যায়। কোন পাত্রে বস্তুবিশেষ লিপ্ত করিয়া সেই পাত্র জলপূর্ণ করিবামাত্র জল দুগ্ধরূপে পরিণত হইবে। বস্তুবিশেষ দ্বারা অভিষিঞ্চিত বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিলে মস্তকে অগ্নি জ্বলিবে। গাত্রে এক প্রকার তৈল মর্দ্দন করিলে এরূপ ভীষণ রাক্ষসের আকার ধারণ করা যায় যে, তদ্দর্শনে ভয়ে নর পশু পলায়ন করে। এতদ্ভিন্ন মারণ, জারণ, স্তম্ভন, সম্মোহন, বশীকরণ, বৃক্ষলতাদি সুফলীকরণ, গর্ভধারণ, সুপ্রসব, ইত্যাদি বিষয়ে কত প্রকার কত অদ্ভুত চিকিৎসা, আশ্চর্য্য ঔষধ, অশ্রুত ও অভূতপূর্ব্ব প্রকরণ, ইন্দ্রজালশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। উহার দুই একটী ঔষধ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে মানুষের বৈষয়িক মঙ্গলের পরিসীমা থাকে না। তবে এই বিদ্যার অপব্যবহারে অনেক অনিষ্ট ঘটনা হয়।

১০। সূচিবাপকর্ম্ম,—সূচি দ্বারা বাপন

ক্রিয়া, সূচিকার্য্য, রিপুকর্ম্ম। বস্ত্রাদির উপর, কি শাল রুমালের উপর যে সকল সূত্রনির্ম্মিত মনোহর লতা, পত্র, ফুল, পশু, পক্ষ্যাদি জীবজন্তুর আকার দৃষ্ট হয়, তাহাকে সূচিবাণ কর্ম্ম কহে। কাল সহকারে ঐ সকল চিত্র তন্তুযন্ত্রে প্রস্তুত হইতেছে বটে; কিন্তু পূর্ব্বে ঐ সকল সূচি দ্বারাই হইত। এখনও সূচি দ্বারা প্রস্তুতীকৃত কার্য্যেরই বিশেষ আদর আছে। উৎকৃষ্ট কার্পাস, কৌষেয়, বা ঊর্ণবস্ত্রের কোন স্থান ছিন্ন, বা দগ্ধ হইলে, সূচি দ্বারা তাহার এমন সংস্কার হইতে পারে যে, ছিন্নাদির চিহ্নও অনুভূত হয় না। এই কলাটী যেমন সুন্দর, তেমনি উপকারক। বিশেষতঃ ইহা বামাগণের অধিক উপযোগী, কেননা ইহার অনুষ্ঠানে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী উৎকট পরিশ্রম নাই,—অথচ যেমন অভিনিবেশজনক,—তেমনি আনন্দপ্রদ। এই কার্য্য করিতে করিতে যে অল্পপরিমিত শ্রম হয়,—উহার উন্নতি-দর্শনজনিত আনন্দে তাহারও লাঘব হইয়া যায়। এই জন্য এক্ষণে বালিকা-বিদ্যালয়ে এবং গৃহস্থের অন্তঃপুরে উহার বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। শান্তিপুর এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম নগরের কুলকন্যা ও কুলবধূগণের অবকাশ-কাল এক্ষণে ঐ কার্য্যেই যাপিত হইয়া থাকে। এই মনোহর শিল্প, অন্তঃপুরের বিশেষ উপকার সাধন করে। উহা দ্বারা নারীগণের মধ্যে অনর্থক কলহ ও অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রায়ই দূরীকৃত হইতেছে। উহা বিশেষ অর্থকরও বটে। অতএব যাহাতে ঐ কলার আরও প্রচলন ও উৎকর্ষ হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীপঞ্চমী মেলার সবিশেষ যত্ন হওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

নব্যা রমণীদের কলঙ্ক-ভঞ্জন।

পরের মেয়ে ঘরে আসিয়া "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" করিয়া দেয়;—সহোদর ভ্রাতৃ-গণের মধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন করিয়া দেয়,—কুলবধূগণের এইরূপ একটি কলঙ্ক আছে। আজ আমরা সেই কলঙ্ক ভঞ্জনের চেষ্টা করিব।

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥"

লঙ্কা-সমরে রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মৃতকল্প হইলে, রামচন্দ্র আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছিলেন,—যেখানে সেখানে বিবাহ দ্বারা কলত্র মিলিতে পারে, যেখানে সেখানে প্রণয় পরিচয় সূত্রে বান্ধব মিলিতে পারে; কিন্তু সহোদর ভ্রাতা যত্র তত্র মিলে না। মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামের প্রমুখাৎ এই উক্তি বাহির করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, সহোদরের ন্যায় প্রিয়বন্ধু আর নাই। কিন্তু সাধারণ

সিদ্ধান্ত অনুরূপ। তাঁহারা বলেন,—সহোদর যেমন সহজ মিত্র,—তেমনি সহজ শত্রু। অনুজ, মাতৃগর্ভস্থ হইয়াই জ্যেষ্ঠকে শ্রীভ্রষ্ট করে,—জননী পুনরায় গর্ভিণী হইলে কোলের ছেলে মেয়ের "এঁড়ে" লাগে,—ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃক্রোড় ও মাতৃস্তন্য অধিকার করেন,—পিতার স্নেহ ও সম্পত্তিতে অর্দ্ধেক ভাগ বসান। অতএব এমন শত্রু আর কে আছে? এখন জ্ঞাতি শব্দ, বাস্তবিকই শত্রুবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কাহারও প্রতি মন্দ ব্যবহার করিলে, লোকে বলিয়া থাকে, অমুক অমুকের প্রতি জ্ঞাতিত্ব সাধিয়াছে। জ্ঞাতি শব্দ যখন এমন দূষিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জ্ঞাতি সহোদর ভ্রাতা, পরম বা সহজ শত্রু হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। তখন জ্ঞাতি ভিন্ন প্রকৃত মিত্র ও বিশ্বাসভাজন আর কেহই হইতে পারিত না। তখন জ্ঞাতি বলিলে, কেবল জন্মসম্বন্ধ বুঝাইত না, জ্ঞাতিতে প্রকৃত বন্ধুত্ব ও মমতা প্রকাশ পাইত; কারণ পূর্ব্বকালে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত ছিল। পিতৃপিতামহ বর্ত্তমানে প্রণয়ের সহিত সহজে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা, শাস্ত্রে স্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দায়ভাগকার, ঐরূপ বিভাগের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। লোকে অবাধে এইরূপ অনুষ্ঠান করিতেন,—তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। অর্থসংস্রবঘটিত কোন বিবাদ বিসম্বাদ জ্ঞাতিগণের মধ্যে আদৌ হইত না। সুতরাং এক স্বার্থে জড়িত জ্ঞাতিগণের মধ্যে মধুর ও মঙ্গলময় সম্বন্ধই স্ফূর্ত্তি পাইত। বংশের মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করা, শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা এক পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক হৃদয় মন পবিত্র করা, পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের স্মরণ মননে হৃদয়ে বৈরাগ্য আনা, এবং সংসার-দেহ-গেহাদির অনিত্যতা উপলব্ধি করা, জ্ঞাতিগণের সাধারণ স্বার্থ। পরস্পর মিলিত হইয়া এই সাধারণ স্বার্থ সম্পাদনে জ্ঞাতিগণের পরম মঙ্গল হয়। জ্ঞাতিগণের মধ্যে বৈষয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হইলে, এরূপ মঙ্গল না হইয়া বিবিধ অনিষ্টেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কাল সহকারে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থামূলক আচার ব্যবহার লোপ পাইয়াছে। ভ্রাতৃগণের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া একটা মন্দ ও নিন্দনীয় কার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ঐহিক স্বার্থের নিকট পারলৌকিক স্বার্থ পরাভূত হইয়াছে। দুই তিন পুরুষ এক সংসারে একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকা, এখন বড়ই প্রশংসার কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই অনর্থমূল প্রশংসার লালসায়, বৈষয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে ভ্রাতৃগণের চক্ষুলজ্জা হয়। কিন্তু বিষয়-বিষ ক্রমে ক্রমে অন্তর দগ্ধ করিয়া ফেলে। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিবাদ বাধিয়া উঠে।

কোন কোন স্থলে ঐ বিবাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হয়। তখন আর চক্ষুলজ্জা থাকে না। তখন যুদ্ধমদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরে পরস্পরের সর্ব্ববিধ অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করেন। মোকদ্দমায় অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। এইরূপে জ্ঞাতিগণের মধ্যে বৈর সম্বন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপেই সহোদর ভ্রাতৃগণ "সহজশত্রু" হইয়া পড়িয়াছেন।

যে সহোদরের তুল্য মিত্র জগতে নাই; —যে সহোদরকে রামচন্দ্র দুষ্প্রাপ্য অমূল্য নিধি বলিয়া গিয়াছেন; যে সহোদরের সহিত একত্রে পিতৃপুরুষের অর্চ্চনা করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া দেহ মন পবিত্র হয়;—সামান্য বৈষয়িক সম্বন্ধ হেতু, সেই সহোদর পরম শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিলে ক্ষতি কিছুই নাই,—বরং ইহ পরকালের পরম মঙ্গল আছে। অতএব সদ্ভাবে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

কুলবধূগণ, জ্ঞাতি বিরোধের মূল বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা অমূলক নহে; তাঁহাদের ঐ বিরোধ উৎপাদন করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহাদিগের ন্যায় স্বামী পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষিণী আর কেহই নাই। তাঁহারা যেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামী-পুত্রের হিত কামনা করিতে পারেন, দেবর বা দেবরপুত্রগণের হিত কামনা কখনই সেরূপে করিতে পারেন না। জ্ঞাতিগণ বৈষয়িক সম্বন্ধে জড়িত থাকিয়া যে সকল অনিষ্ট ভোগ করেন, স্ত্রীগণ জ্ঞাতিবিরোধের সূচনা করিয়া, প্রকারান্তরে সেই অনিষ্ট-নিরাকরণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্বশুর ও স্বামী যদি পূর্ব্ব হইতেই পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের গোল মিটাইয়া রাখেন, তাহা হইলে স্ত্রীগণের ঐ বিরোধ উৎপাদনের কোনই কারণ থাকে না। তখন, বরং, তাঁহারা জ্ঞাতিগণের বিরোধিনী না হইয়া—জ্ঞাতিপালনে উন্মুখী হইবেন এবং প্রীতিভক্তির সহিত তাঁহাদিগের সমাদর করিবেন। এক্ষণে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, পতিপুত্রকুশলকাঙ্ক্ষিণী রমণীগণের প্রতি, কেহ যেন বৃথা "ঘর ভাঙ্গার" কলঙ্ক আরোপ না করেন।

আদর্শ রমণী।

জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীতে একটী শ্যাম উপবনে উপবিষ্ট হইয়া দুই জন মনুষ্য আলাপ করিতেছে। তাহাদের পার্শ্বে লতা-বিতানে সজ্যোৎস্না কুসুমস্তবকের সঙ্গে বসন্ত-সমীর ক্রীড়া করিতেছে, পশ্চাৎ-দেশে বেণী বৃক্ষের মনোহারিণী বীথিকা

মৃদু মধুর বাতাসে মৃদু মধুর ভাবে নাচিতেছে, অদূরে বাসন্তী মল্লিকার ধবলাঙ্গে কৃষ্ণ ভ্রমর গাঢ় নিদ্রার অভিভূত, সম্মুখে চন্দ্রমা চুম্বিত বিকসিত গোলাপ ফুল, পবন তাহার স্বর্গীয় সুরভি-কণা দিগ্‌বধূদিগকে বিলাইয়া হাসাইতেছে; মানস সরসে নৈশ রাজিব-রাজির মলিনাভাও আজ উজ্জ্বল, শ্যাম কানন কম্পিত করিয়া ফুলে ফুলে বাতাসের ঢেউ বহিতেছে। সেইখানে বকুল-তলে উপবেশন করিয়া যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন পুরুষ, অপরটী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটী অধীরহৃদয়ে কহিল "প্রাণাধিক! এতদিন পরে আবার দাসীর কাছে ফিরিয়া আসিলে! যদি আসিলে, তবে এস, দাসীকে পদধূলি দিয়া—

সে কথায় বাধা দিয়া পুরুষটী কহিল "না না অপরাজিতে! তুমি যাহা কল্পনা করিয়াছ তাহা অমূলক, যাহা ভাবিয়াছ তাহা মিথ্যা, যাহা বলিতেছ তাহা অসঙ্গত, অতএব যাহা বলি তাহা স্থিরমনে শ্রবণ কর।"

অপরাজিতা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার সুদীর্ঘ নয়নযুগল হইতে তখন অননুভূতপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। সে অস্ফুট স্বরে একবারমাত্র কহিল "সাধু! প্রিয় সাধু! তুমি কি কহিতেছ?" সাধু কহিলেন "তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষিণী এবং তোমাকে আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি, তোমার রূপও অলৌকিক অথচ আমি দুই বৎসর কাল নিরুদ্দেশ হইয়াছিলাম, ইহাতে কি বুঝিলে?"

অপরাজিতা। কি বুঝিব? তোমার মনের কথা আমি কবে বুঝিছি? বোধ হয় আমার প্রণয় পরীক্ষার জন্য।

সাধু। বাস্তবিক তোমার প্রণয় পরীক্ষার জন্যই, কিন্তু সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য কার? প্রণয়ের না হৃদয়ের? অপরাজিতে! তুমি কি জান না তোমার বাল্যসহচরী উন্নতিরই সহিত আমার প্রথম বিবাহের কথা হয়। বিবাহের দিবসেই বিবাহ স্থগিত রাখিয়া পাটনা অঞ্চলে পলায়ন করি, তোমার সঙ্গে তাহারও পরীক্ষা হইল।

অপরাজিতা। কি রকম পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় কি বুঝ্‌লে?

সাধু। আমার অনুপস্থিতিকালে তোমাদের উভয়ের মনোভাব পর্য্যালোচনা করাই পরীক্ষা। আমার বিরহে উন্নতি ঘোর দুরবস্থাপন্না হইয়া এখন মৃত্যুশয্যায় শয়ানা। আর তোমার অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার অপেক্ষা তোমার প্রেম মূল্যবান্, তুমি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছ। আমি গুপ্তচর দ্বারা সবই অবগত হইতাম। তুমি তেমনি পূজা অর্চ্চনা করিতে, ভগবানের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে, তেমনি ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে, নিদ্রাতুরকে শয্যা দিতে, তেমনি নিরাশ্রয়ের জন্য আশ্রয় স্থাপন করিতে, লোকের অশ্রুজলে অশ্রুজল, ও হাসিতে হাসি মিশাইতে যাইতে। ইহা হইতেই বুঝিলাম উন্নতি ক্ষুদ্রাশয়া এবং দুর্ব্বলা,

আর তুমি উচ্চাশয়া ও সবলা। যে রমণী মমত্বের আদর বুঝিতে পারে, তাহার হৃদয়ে লুক্কায়িত তেজোরশ্মি আছে। উন্নতি বাহ্য-জগতের কীট, আর তুমি আধ্যাত্মিক জগতের দেবতা। তোমার বয়স ১৫ বৎসর, আমি এই ১৫ বৎসর তোমার মধ্যে লুকায়িত প্রতিভা দেখিতেছি। অপরাজিতে! তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও। তুমি সিংহিনী, বাগুরাতে বন্দিনী হইও না। তোমার দ্বারা সংসারের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

অপরাজিতা। সে কি? তোমাকে কেমন করিয়া ভুলিব? তুমি যে আমার প্রাণের দেবতা।

সাধু দুঃখিত হইয়া কহিলেন দেখ অপরাজিতে!

"যার কেহ নাই,
তার সাধ আছে,
সমস্ত জগত
মুক্ত তার কাছে;
তারি তরে ফোটে
রবি শশী তারা,
তারি তরে ফোটে
কুসুম গাছে।"

রবীন্দ্র বাবুর "ভগ্ন হৃদয়" হইতে এই গানটি উত্থিত হইয়া পৃথিবীকে কত সান্ত্বনা দিতেছে, তুমিও ইহারি অনুসরণ কর, আমাকে ভুলিয়া যাও। আমাকে বিবাহ করিলে আমাকেই ভালবাসিবে, যত্ন করিবে, জগতের কাজ করিতে সময় পাইবে না। বিবাহ করিলে অচিরে পুত্র কন্যার চাঁদ মুখ আসিয়া ধর্ম্মপথের ফাঁদ হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আপনার সন্তানদের সুখ সাচ্ছন্দতার জন্য ব্যস্ত হইবে। সেটা স্বাভাবিক। সে জন্য বলি ইহা হইতে দূরে থাকা ভাল। "স্বামী পুত্র লইয়া সংসার" ঘোর স্বার্থপরতার আবাস-ভূমি। সকলেই যদি এই স্বার্থ সংরক্ষণে মহাব্যস্ত হইবে, তবে পরার্থপরতা কাহার জন্য? অতএব ইহাকে বিষবৎ ত্যাগ কর। দেখ বিবাহ ও সন্তান সন্ততি না হইলে যেমন স্বাধীন ভাবে কাজ করা যায়, হইলে আর তেমন পারা যায় না। সেই জন্যই সাধু লোকের দার-পরিগ্রহে অনিচ্ছা। অপরাজিতে! তুমি ভস্মাচ্ছাদিত মহামূল্য মণি। আমি তোমাকে বিধৌত করিয়া পৃথিবীকে উপঢৌকন দিব। বল বল তুমি আমাকে ভুলিবে কি না? জগৎকে ভাল বাসিবে কি না?

অপরাজিতা—তোমাকে কেমন করিয়া ভুলিব? তুমি যে আমার হৃদয়ের আশ্রয়। আশ্রয় নষ্ট হইলে হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সাধু—আচ্ছা তাহাই হোক্। তুমি আমাকে ভুলিও না। "সুখের স্মৃতি" অথবা "দেবপুত্র"বৎ আমি তোমার হৃদয়ে জাগিব, কিন্তু কখন আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

অপ—কখন না।

সাধু—কখন না, স্পর্শ করিলে শালগ্রাম-শীলা অশুদ্ধ হয়, তাত জান?

অপ—হয়—কিন্তু—

সাধু—পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইলে শুদ্ধ হয় বটে। দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় ও গো-মূত্র দ্বারা এই পঞ্চগব্য প্রস্তুত করা যায়। ইহা দুষ্প্রাপ্য নয়, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে যে "পঞ্চ গব্যের" প্রয়োজন হইবে, তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য। তাহাদ্বারা তোমার হৃদয় ধৌত করিতে হইবে।

অপ—সে কেমন "পঞ্চগব্য" ?

সাধু—আত্মপরীক্ষা, আত্ম সংযম, আত্ম-বিরাগ, আত্মবিস্মৃতি, আত্মবলিদান।

ইহা মানবজগতে বড় দুষ্প্রাপ্য। ইহা সাধন করিতে বড় কষ্ট, তুমি এত কষ্ট কেন সহিবে ? অপরাজিতে! আমার অনুমতানু-সারে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে প্রস্তুত হও, সহজে সিদ্ধি লাভ করিবে। দেখিবে এই সকল মহামূল্য রত্নও তোমাতেই আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-ভোগে একবার তাহা নষ্ট হইলে আর পাওয়া যারপর নাই কষ্টকর, তোমার সে কষ্ট সহিবার দরকার কি ?

অপরাজিতা সাধুকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সাধুই তার জ্ঞান ও ধ্যানের বস্তু, সাধুর বলেই এত দিন বাঁচিয়া আছে। সেই সাধুর মুখে আজ এমনতর নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া বাত্যা-বিক্ষুব্ধ লতার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইল না, কারণ ভগবানের কাজে তার চিরকালই উৎসাহ। তবুও সে কথা কহিল না, চোখ নিমীলিত করিয়া রহিল।

সাধু একজন যথার্থই সাধুপুরুষ, মানব-চরিত্র অধ্যয়নে তাঁর বড় দক্ষতা। অত-এব অপরাজিতার ভাব দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "বল বল প্রাণাধিকে! তুমি বাহ্য জগতে আমাকে ভুলিবে কি না? জগতের কাজ করিবে কি না?"

অপরাজিতা—অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া চাঁদের দিকে চাহিল। সাধু কহিলেন "দেখ দেখ চাঁদ কেমন প্রেমিক, চাঁদ পৃথিবীকে কেমন নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসে, এই জন্যই চাঁদের এত মহত্ব! তুমি কি উহার মত হইবে?" তথা হইতে অলকানন্দা গঙ্গার গম্ভীর কল্লোল শোনা যাইতেছিল, অপরাজিতা গঙ্গাবক্ষে চাহিল। সাধু কহিলেন "দেখ দেখ গঙ্গা কেমন নিঃস্বার্থ প্রেমিকা, সমস্ত পৃথিবীতে কেমন শান্তিপূর্ণ সজীবতা ঢালিয়া দিতেছে, তুমি কি এমন হইবে?" স্রোতস্বতী গঙ্গার বেলা-ভূমে জোৎস্নামার্জ্জিত বালুকা খণ্ড তকৃতক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, অপরাজিতা তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সাধু কহিলেন "অপরাজিতে! যদি ঐ জীবপদতলস্থ বালুকা খণ্ডের ন্যায় নির্ব্বিকার হইতে পার, তবে এই মানবজগতেই স্বর্গ দেখিবে।"

অপরাজিতা ধীরে ধীরে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। সাধু কহিলেন "দেখ যার পুত্র নাই, সে সকলের পুত্রকেই ভাল বাসে, আর যার সংসার নাই, সেত সকল সংসারকেই আপনার ভাবে।

দেখ অপরাজিতে! আপনার স্বামী পুত্রকে অতি সহজেই ভাল বাসা যায়, কিন্তু ইহা হইতে একটি গুরুতর কার্য্য

কি নারীজীবনে সংসাধিত হইতে পারে না?

সাধু একটু উচ্চকণ্ঠে এই কথাটি কহিলেন। অপরাজিতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বকুলবৃক্ষে মাথা সংলগ্ন করিয়াছিল। সাধুর এই কথা শুনিয়া সদর্পে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উচ্চতরকণ্ঠে কহিল "হাঁ ইহা হইতে গুরুতর কার্য্য নারীজীবনে সংসাধিত হইতে পারে।"

সাধু বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন "বিধাতঃ, বিধাতঃ! একমাত্র তুমিই নর নারীর ভাগ্যের বিধানকর্ত্তা।" তাহার পরে "তাহাই হউক, অবলা প্রাণে ভগবানের বল প্রকটিত হউক, তুমি তার জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ হও, হইতে কি পারিবে?" অপরাজিতা দৃঢ় স্বরে কহিল "হাঁ পারিব।" সে স্বর সমুদ্রকল্লোলবৎ গম্ভীর এবং তড়িৎপাত সম ভীতিপ্রদ। সসম্ভ্রমে সাধু কহিলেন "বীরাঙ্গনার কণ্ঠোচিত স্বর বটে। তার পর কহিলেন "দেখ অপরাজিতে, আপনার মনকে ভাল করিয়া দেখ। এ কাজ বড় উচ্চ।"

অপ—এ কাজ বড় উচ্চ, কিন্তু অবলা-হৃদয়ের উচ্চতা ও বল বুদ্ধি ভরসা একমাত্র ভগবান্।

(ক্রমশঃ)

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

গোবর ও ঘুঁটে একই পদার্থ, কেবল তাহাদের অবস্থার প্রভেদ মাত্র। গোবর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে কিছু দিন পরে তাহাই ঘুঁটের আকার ধারণ করে। গোবরে আগুন দিলে ইহাতে জলীয় পদার্থের আতিশয্য প্রযুক্ত সে আগুন নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ঘুঁটে শুষ্ক দাহ্য বস্তু, তাহাতে একটু অগ্নি স্পর্শ হইলে সমুদায়ই দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। গৃহস্থ যখন ঘুঁটে পোড়ায়, তখন যত্নপূর্ব্বক গোবর সঞ্চয় করিয়া রাখে। তাহার আশা—একদিন সেই গোবরকে ঘুঁটে করিয়া পোড়াইবে। গোবরের অল্প দৃষ্টি, সে ভবিষ্যৎ ভাবে না—বর্ত্তমানেই তাহার আনন্দ। এই জন্য সে ভাবে ঘুঁটেই পুড়িবে, আমি যেমন তেমনই থাকিব এবং তাই ভাবিয়াই তাহার এত হাসি!

এই 'ঘুঁটে পোড়া গোবর হাসা' জগতে অতি সাধারণ এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাড়ীর বুড়া গৃহিণী আগুনতাতে বসিয়া পাক করিতেছেন, ঘরঝাট গোবর দিতেছেন, ঠাকুর ও গরুর সেবা করিতেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য চাউল, ডাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি সংস্থানে ব্যস্ত। তিনি সন্তানের মলমূত্র দুই হাতে পরিষ্কার করিতেছেন এবং তাহার পীড়ায় আপনি পীড়িতের ন্যায় ঔষধ পথ্য সেবন করিতেছেন। তাঁহার কি কষ্ট!! কত জ্বালায়

তিনি দগ্ধ !! আর দেখ নববধূ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সকলের আদর পাইতেছেন। তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হয় না, ভাল ভাল খাদ্য সকল তাঁহার মুখে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে, তিনি ননীর পুতুল হইয়া সাজ গোজে ঘর আলো করিয়া কতই অনন্দ অনুভব করিতেছেন! মনে করিতেছেন খাটুনি বুড়ীর জন্য, সুখভোগ তাঁহার জন্য। এখানে ঘুঁটে পুড়িতেছে, ও গোবর হাসিতেছে। কিন্তু গোবরকে একদিন ঘুঁটে হইয়া পুড়িতে হইবে। কনে বউ জানেন না যে, ভবিষ্যতে তিনি গৃহিণীর পদ পাইয়া তাঁহার সেই বোঝা সকল নিজের মাথায় বহিবেন এবং আপনার সুখকে উপেক্ষা করিয়া গৃহবাসী সকলের সুখের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে!

বুড়া ঠাকুরদাদার কেশ পক্ব, মাংস গোলিত, এবং দন্ত গলিত, কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি যষ্টি হস্তে হাড়-গোড় ভাঙ্গা 'দ'র মত হইয়া চলিতে-ছেন। দৃষ্টি ক্ষীণ, কাণেও কম শুনিতে পান, শ্বাসকাশে জীর্ণ। এই মুর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার যুবক নাতি কতই হাসিতেছে, কতই ব্যঙ্গ করিতেছে! কিন্তু এখানেও সেই ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। নাতি ভাবে না যে, এক দিন আসিবে যখন তাহার যৌবনের তেজ ও স্ফূর্ত্তি কিছুই থাকিবে না। বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হইয়া তাহাকেও ঠাকুর দাদার সাজে সাজিতে হইবে। তখন তাহার নাতি পুতি তাহার দশা দেখিয়া হাসিবে। যুবক বোঝে না বলিয়া হাসিতেছে, বুঝিলে কাঁদিত।

বধূ পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে আসিয়াছে। বাপ, মা, ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজনকে হারাইয়া সে কাঁদিতেছে। অল্পবয়স্কা বালিকা, চারিদিকে অপরিচিত মুখ দেখিয়া বিষাদ ও নিরাশায় ম্রিয়মাণ; কোন কাজ করিতে তাহার হাত সরিতেছে না। শাশুড়ী তাহার নিন্দা করিতেছেন, পাড়ার পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিয়া যাইতেছে, তাহার ছোট ননদ এই অবসরে বউয়ের কান টানিয়া হাত মোচড়াইয়া তাহার শত দোষ ব্যাখ্যা করিতেছে এবং হাস্যের রোলে ঘর ফাটাইতেছে। এখানেও ঘুঁটে পুড়িতেছে ও গোবর হাসিতেছে। ঠাকুর-ঝি ভাবিতে-ছেন না যে, তাঁহাকেও এক দিন শ্বশুর-বাটীতে যাইতে হইবে এবং তাঁহার ঠাকুরঝিও এইরূপ তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিবে। তখন এ হাসি কান্নায় পরিণত হইবে।

নূতন চাকরিতে বসিয়া হরিবাবুর বড় স্ফূর্ত্তি! তাঁহার পুরাতন ভৃত্যের উপর চোটপাটের সীমা নাই। তেল, গামছা, পান, তামাক, যখন যাহা চাহিতেছেন, একটু বিলম্ব হইলেই চাকরকে ধমকাইয়া থাকেন। আফিস হইতে বাটী আসিয়াই ভৃত্যের উপর তম্বী। ঠাণ্ডা জলে পা ধোয়াইয়া দে, পাখার বাতাস কর, তামাক সাজিয়া আন, একবারে সাত ফরমাইস

করিতেছেন। ভৃত্য ব্যস্ত হইয়া গামছাখানি পাট করিয়া দিতে পারে নাই বলিয়া তাহার বক্ষে পদাঘাত! ভৃত্য উল্‌টিয়া পড়িয়া গেল, বাবুর হাসির সীমা নাই। এখানেও ঘুঁটে পোড়া ও গোবর হাসার ব্যাপার।

বাবু ভাবিতেছেন না যে, তাঁহারও মনিব আছে এবং এক দিন এই ভৃত্যের মত তাঁহার দশা হইবে। আফিসের সাহেব তাঁর অপেক্ষা বোকা। কত পুরাতন কর্ম্মচারীকে সামান্য দোষে সোপানৎ পদাঘাত করিয়াছে। দুদিন পরে তাঁহারও ভাগ্যে তাহাই হইবে!!

পুরাতন রাজপ্রতিনিধির ন্যায় পুরাতন বর্ষ চলিয়া যাইতেছে—কত নিন্দা, কত নিরাশা, কত শোক দুঃখের ভার লইয়া বিদায় লইতেছে! নূতন শাসনকর্ত্তার বেশে নূতন বর্ষ হাসিতে হাসিতে আসিতেছে—কত আশা, কত উৎসাহ, কত আনন্দের বাণী লইয়া আসিতেছে। নূতন যেন চিরদিন নূতন থাকিবে—কেবল সুখ শান্তি আনন্দ ও উন্নতি বিধান করিবে। এখানেও ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। নূতন পুরাতন হইবে এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় তাহাকেও অনন্ত কালসাগরে ডুবিয়া মরিতে হইবে। জ্ঞানের উপদেশ এই "মানব! বর্ত্তমান সুখ সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, কিন্তু আপনার পরিণাম চিন্তা করিয়া ধীর ভাবে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও।"

মতিমালা।

১। বীরোচিত পরাক্রমের ন্যায় বীরোচিত ক্ষমাও প্রশংসনীয়।

২। সকল কার্য্যই পরিমিত ভাল। দানও অপরিমিত ও অপাত্রে ন্যস্ত হইলে ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্ম হয়।

৩। বিবাদ করিয়া পরে প্রতিহিংসা লওয়া অপেক্ষা যাহাতে বিবাদ না হয়, অগ্রে তাহাই করা ভাল।

৪। পরিচিত লোক অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু বন্ধু একটীও বিরল। মনের মত একটী বন্ধু পাইলে তাহাতেই আপনাকে শ্লাঘ্য মানিয়া সন্তুষ্ট হও।

৫। হিংসকের উপকার করিয়া যেমন প্রতিহিংসা হয়, এমন আর কিছুতে নয়।

৬। টাকা জমীর সারের ন্যায়, ইহা যত ছড়াইবে, ততই উপকার। একত্র জমিয়া থাকিলেই দুর্গন্ধ ও অনিষ্টের কারণ হয়।

৭। যে সর্ব্বদা বন্ধু পরিবর্ত্তন করে, সে প্রকৃত বন্ধু পায় না।

৮। অধিক আড়ম্বর শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

৯। কৃতঘ্নতা মহা অপরাধ। আশ্চর্য্য! এ মহা অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি কখনও আপনাকে 'কৃতঘ্ন' বলিয়া স্বীকার করিবে না।

১০। যে কখনও দুঃখের আস্বাদ পায় নাই, সে কখনও সুখের মিষ্টতা বুঝে নাই।

১১। পাপে পড়া মানবের স্বভাব; কিন্তু পাপ হইতে উঠাতেই দেবত্ব।

১২। একটী পাপকে পরাজয় করিতে পারিলে দ্বিতীয় পাপকে জয় করা সহজ হয়।

১৩। যাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

দ্বাদশ রাশির নামকরণ।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর সকল জাতি চন্দ্রের গতি দ্বারা ঋতু ও মাস গণনা করিত। চন্দ্রের উদয় ও অস্ত প্রতিদিন নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা জ্যোতিষ গণনার পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল যে, চন্দ্রের দ্বাদশ আবর্ত্তন সমাপনান্তে ত্রয়োদশ আবর্ত্তন আরম্ভ হইলে তবে সূর্য্যের প্রদক্ষিণ কার্য্য একবার মাত্র সমাপন্ন হয়। এই একবার সমাপনকালকে এক বৎসর কহে। সুতরাং একবৎসর সময়কে চন্দ্রের গতি দ্বারা ভাগ করিলে স্বভাবতঃই দ্বাদশ ভাগ হয়; এই দ্বাদশ ভাগের এক এক ভাগকে তাহারা এক এক মাস গণনা করিত। জ্যোতির্ব্বিদেরা এক এক মাসকে এক এক রাশি কহেন। দুই মাসে এক ঋতু ও ছয় ঋতুতে এক বৎসর।

প্রাচীন কালের লোকেরা গরু, ভেড়া, ও ছাগল কোন্ ঋতুতে প্রসব হয়, তাহা দেখিত; শস্য কখন রোপণ ও কর্ত্তন করা হয়, তাহা দেখিত; এই সকল দেখিয়া তাহারা ঋতুর অনুমান করিত। ঋতুর অনুমান হইতে সূর্য্যের গতি এবং রাশিবিশেষে অবস্থানও অনুমান করিত। তাহারা দেখিত যে, সূর্য্য ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তর সীমান্তে উপস্থিত হইয়া আবার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইতেছে, সুতরাং যে স্থান বা রাশি হইতে সূর্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, সেই রাশির নাম কর্কট রাখিল, কেননা কর্কট পশ্চাৎদিকে চলিতে সক্ষম। *

কর্কটের পরস্থ রাশির নাম সিংহ রাখিল, কেননা এই রাশিতে অবস্থানকালে সূর্য্যের তেজ যেন সিংহ-বিক্রমের ন্যায় প্রচণ্ড ও অসহনীয় হয়। সিংহের পর কন্যা, কেননা ইতিপূর্ব্বেই শস্যকর্ত্তন শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে যে

---

* প্রাচীন কালে সূর্য্য কর্কটরাশিস্থ হইয়া দক্ষিণ দিকে ফিরিতেন, এখন ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় জ্যোতিকমণ্ডলে বা রাশিচক্রে নক্ষত্রপুঞ্জের স্থিতি ও আকারের সহিত কল্পনা যোগ করিয়াও রাশি সকলের নামকরণ হইয়াছে। খগোল-চিত্রে মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশির আকার অঙ্কিত দেখা যায়।

অবশিষ্ট শস্য এবং শস্যদণ্ড আছে, তাহা অল্প পরিশ্রমেই সংগ্রহ হইতে পারে, সুতরাং কুমারীরা সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। কন্যার পরস্থ রাশির নাম তুলা রাখিলেন, কেননা সূর্য্য এই রাশিতে উপনীত হইলে দিন ও রাত্রিমান সমান হয়, সূর্য্য যেন তুলাদণ্ডে মাপিয়া দিন রাত্রি ঠিক্ করেন।

তুলা রাশির পর বৃশ্চিক। সূর্য্য বৃশ্চিক-রাশিস্থ হইলে তাহার পূর্ব্বকার প্রচণ্ড তেজ প্রশমিত হয়, এবং জলাশয় ও জলাভূমি হইতে বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত হইয়া ব্যাধির সঞ্চার করে। সূর্য্য বৃশ্চিকের ন্যায় হুল ও বিষ সঙ্গে করিয়া এই রাশিতে অবস্থান করে বলিয়া ইহার নাম বৃশ্চিক।

বৃশ্চিকের পর ধনুরাশি, কেননা পূর্ব্বেই শস্যকর্ত্তন শেষ হইয়াছে, মাঠ এক্ষণে পরিষ্কার, কোন বাধা নাই। এই সময়ে তীর ধনু লইয়া শিকার অন্বেষণে বাহির হওয়া আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং সূর্য্যের ধনুরাশিতে অবস্থানকালে মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য হইত বলিয়া এই রাশির নাম ধনু রাখা হইল। ধনুর পর মকর। মকর রাশিকে লাটিন ভাষায় (capricornus) বলা হয়, ইহার অর্থ ছাগল। এইক্ষণে হেমন্ত ঋতুর অবসান হইয়া শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; বন্য ছাগলেরা প্রান্তরভূমি হইতে পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া খাদ্যের অনুসন্ধান করিতেছে। মকরের পর কুম্ভ। কুম্ভ অর্থে জলবাহক, এই সময়ে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির ফল বিস্তর। কুম্ভের পরে মীন, মীন অর্থে মৎস্য। এই সময় জল শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং ধীবরেরা মৎস্য আহরণে ব্যস্ত হয়। এইক্ষণে বাকী রহিল মেষ, বৃষ এবং মিথুন, এই তিন রাশির নামকরণ গৃহস্থের অত্যন্ত আবশ্যক জন্তু অনুসারেই হইয়াছে। বসন্তের শেষ এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ভেড়া, তাহার পর গরু, তাহার পর ছাগ পর্য্যায়ক্রমে শাবক প্রসব করে। প্রাকৃতিক ঋতুভেদ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে রাশি যে মাসে সূর্য্য ভোগ করিয়া থাকে, তাহা এই—

মাস	রাশি	মাস	রাশি
বৈশাখ	মেষ	কার্ত্তিক	তুলা
জ্যৈষ্ঠ	বৃষ	অগ্রহায়ণ	বৃশ্চিক
আষাঢ়	মিথুন	পৌষ	ধনু
শ্রাবণ	কর্কট	মাঘ	মকর
ভাদ্র	সিংহ	ফাল্গুন	কুম্ভ
আশ্বিন	কন্যা	চৈত্র	মীন

নৈসর্গিক ঘটিকাযন্ত্র।

বিড়ালদের চক্ষুর তারা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ছোট হইয়া অবশেষে একটী লম্ব রেখার ন্যায় হয়, দ্বিপ্রহরের পর তাহাদের চক্ষুর তারা

ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতে থাকে। বিড়ালের চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অনায়াসে দ্বিপ্রহর সময় ধার্য্য করা যাইতে পারে।

আমাদের বাটীতে দুই তিন খানি মৌচাক আছে। আমরা দেখিয়াছি কর্ম্মকার মক্ষিকারা প্রত্যহ ঠিক্ বেলা একটার সময় চাক পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি মিনিট উড়িয়া পুনশ্চ চাকে বসে। মক্ষিকাদের এরূপ উড্ডয়ন দ্বারা বেলা ১টা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যায়।

সূর্য্যমণি পুষ্প বেলা ঠিক্ দ্বিপ্রহরের সময় প্রস্ফুটিত হয়। কৃষ্ণকেলী পুষ্প বেলা ঠিক্ চারিটার সময় ফুটে। বেল যুঁই সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে ফুটে। সেফালিকা রাত্রে ফুটে ও রাত্রি অবসানকালে ঝরিয়া পড়ে। পদ্ম প্রভাতে ফুটিয়া সূর্যাস্তে মুদিত হয়। কুমুদ সন্ধ্যার সময় বিকসিত হয় ও সূর্য্যোদয়ে মুদিত হয়। তেঁতুল বৃক্ষ, লজ্জাবতী লতা প্রভৃতির পত্র সন্ধ্যার আগমনে সঙ্কুচিত হয় ও প্রভাতে বিস্তৃত হয়। কুক্কুট রাত্রি ৪টার সময় রব করে, বামঘোষ বা কোকিল প্রতি প্রহরে এক একবার রব করে। জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সকল নৈসর্গিক ঘটিকাযন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহাদিগের দ্বারা আমরা অনায়াসে সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

কয়েকটী নীতি পদ্য।

১। সংসর্গে।

শুনিয়াছি আছে পরশ রতন,
যারেই পরশে সে হয় হেম;
অসাধুও সাধু হয় যে তেমন,
সুজনের সনে করিলে প্রেম।
মিশিয়া যেমতি সাগর সলিলে,
লোণা হয় স্বাদু তটিনী-নীর;
তেমনি খলের সংসর্গে মিশিয়া,
খলের স্বভাব ধরয় ধীর॥

সঙ্গ দোষ গুণ যাহার যেমন,
সংসারে তেমন মানুষ সেই;
তেঁই সাবধান, ভুলেও কখন,
অসতের সনে মিলিতে নেই।
না থাকুক তার ধন জন বল,
সেও সদালাপী সাধুর কাছে,
নাই বা ধরেব ফুল কি সুফল,
শীতল ছায়াটী তাওতো আছে?

২। সর্প ও খল।

জগতের দুটী অরি সর্প আর খল;
উভয়েই কাল পেয়ে উগারে অনল।

সর্পের একই ভাব অন্তর বাহির;
বিষের কলসী খল, মুখে কিন্তু ক্ষীর।

যে পথে ভুজঙ্গ তথা কে করে পয়ান ?
দূর হতে দেখি লোক হয় সাবধান।
কিন্তু হায় ! কে বুঝিবে খলের চাতুরী ?
বন্ধু বলি দিয়ে কোল বুকে হানে ছুরী।

৩। খল ও সাধুর প্রকৃতি।

অক্ষত যে অবয়ব, না যায় তাহার কাছে
মক্ষিকা খুঁজিয়া লয়, ব্রণটুকু কোথা আছে !
জলে দুধে মিশাইয়া—মরালেরে কর দান,
জলটুকু তেয়াগিয়ে, দুধটুকু করে পান।
খল সে মক্ষিকারূপী, খর দৃষ্টি পরদোষে ;
মরাল প্রকৃত সাধু—দোষ ছাড়ি গুণ ঘোষে।
কেবা খল কেবা সাধু, ধ্রুব চিহ্ন জেনো এই,
খল জন দোষগ্রাহী, গুণগ্রাহী সাধু যেই।

৪। গেহের ইঁদুর ও দেহের রিপু।

ঘরের বাহিরে আছে নানারূপ ভয় ;
ঘরেতে ইঁদুর ! তেঁই নিয়েছ আশ্রয়।
যে ঘরে করিছ বাস—বিচার কেমন !
বসিয়া দশনে তার কাটিছ বন্ধন।
কিন্তু হে মূষিকগণ ! তোমাদেরি মত,
ছয়টী অরাতি আছে নর-দেহ-গত ;
ষড়্‌রিপু নামে তারা খ্যাত চরাচরে।
যতনে পুষিছে লোক হৃদয় পিঞ্জরে।
তোমাদেরি মত এরা সুজনতা-হীন ;
গৃহস্থের অপকার চিন্তে নিশি দিন।
ভ্রান্ত নর তবু নাহি চাহে নিজ হিত,
উহাদেরি হাব ভাবে একান্ত মোহিত।
ভাগেতে বিবেক নামে আছিল মার্জ্জার ;
দেহ গেহ ন'লে কবে হ'তো ছারখার !!

৫। সময়ে সাবধানতা।

কি ফল মরণকালে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ?
কি ফল ঔষধে যার ওষ্ঠাগত প্রাণ ?
কি ফল ভাঙ্গিয়া পুনঃ যোড়ার সন্ধান ?
কি ফল বাঁচিতে আশা বিষ করি পান ?
কি ফল নির্ব্বাণ দীপে তৈল করি দান ?
সময় থাকিতে তাই হও সাবধান।

প্রেতগণের তর্পণ।

হিন্দুশাস্ত্রমতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি কোন আত্মীয়ের মৃত্যু, বিশেষতঃ অপঘাত মৃত্যু হইলে তাহাদের আত্মা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং জীবিত আত্মীয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাহার নানা প্রকার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। এই

প্রেত সকলের সদগতির জন্য গয়ায় পিণ্ড-দান করিতে হয়, শ্রাদ্ধ শান্তি ও তর্পণ করিতে হয়। উপযুক্ত পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ তর্পণে প্রেতের উদ্ধার সাধন হয়। আর সে ভূলোকে আসিয়া কোন উপদ্রব করে না, অথবা পরিতৃপ্ত হইয়া জীবিত আত্মীয়ের অনিষ্ট সাধনে নিবৃত্ত হয়।

হিন্দুগণ নানা উপলক্ষে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করেন। কেহ কেহ নিত্য শ্রাদ্ধ ও নিত্য তর্পণও করিয়া থাকেন। মহালয়ার দিন সকল পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের দিন। বৎসরের শেষে চৈত্র সংক্রান্তির দিবসও প্রেতগণের শ্রাদ্ধ তর্পণের এক বিশেষ দিন বলিয়া গণ্য। যাঁহারা অন্য সময়ে বিস্মৃতি বা কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অসমর্থ হন, তাঁহারা বৎসরের শেষে এই দিবসে সকল প্রেতের তুষ্টিসাধন করিতে পারেন। এই জন্য জলসংক্রান্তির দিন প্রেতদিগের নাম করিয়া কলস কলস জল উৎসর্গ করা হয় এবং শ্রাদ্ধকর্তা বৎসরের কৃত কার্য্য সমাপন করিয়া নির্ভয়ে ও নিরাপদে নববর্ষে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের বিশ্বাসের মধ্যে কুসংস্কার থাকিতে পারে, কিন্তু প্রেতের তর্পণ প্রথাটী যে অতি সুপ্রথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বৎসরের শেষে যেরূপ সমুদায় ঋণ শোধ কর্ত্তব্য, পরলোক-বাসীদের প্রতি কর্ত্তব্যের ঋণ পরিশোধ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হওয়াও সেইরূপ প্রার্থনীয়।

আত্মীয়গণের প্রেতের ন্যায় আমাদের কৃতাপরাধের প্রেত সকল আছে। তাহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে এবং অনেক প্রকার যন্ত্রণার কারণ হয়। জীবনের যে মুহূর্ত্ত সকল আমরা বৃথা বা পাপকার্য্যে ক্ষয় করি, বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকি এবং তাহাদের স্মৃতি প্রেতস্বরূপ হইয়া আমাদের সঙ্গ লয়, সহজে তাহাদের হাত এড়ান যায় না। কাম ক্রোধ লোভ মিথ্যাকথন চৌর্য্য হিংসা প্রভৃতি প্রত্যেক পাপের প্রেতমূর্ত্তি অদৃশ্য ভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

হিন্দুদিগের একটী বিশ্বাস যে, আমরা যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে পাপ কার্য্য সাধন করি, পরকালে ধর্ম্মরাজের নিকট সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া থাকে এবং তদনুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। যে চক্ষু দ্বারা কুদৃশ্য দেখি, যে কর্ণ দ্বারা কুকথা শ্রবণ করি, যে হস্ত দ্বারা কুকার্য্য সাধন করি—যে পদ দ্বারা কুপথে গমন করি এবং যে রসনা দ্বারা আমরা কুবাক্য উচ্চারণ করি—এমন কি যে মন দ্বারা আমরা কুচিন্তা, কুকল্পনা ও কুবাসনা করিয়া থাকি, ইহারা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী। হিন্দুদের এই বিশ্বাসের মূলেও মহাসত্য আছে। মৃত্যুর পরে কেন, আমরা জীবিতকালেই দেখিতে পাই যে, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে পাপ সাধন করি, সেই পাপে সেই ইন্দ্রিয় কলঙ্কিত হইয়া পাপের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে এবং পাপের স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত করিয়া দিয়া অনুতাপের অনলে প্রাণ দগ্ধ করে।

মহাকবি সেক্সপিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে হস্ত দ্বারা ম্যাকবেথ স্বযুপ্ত প্রভু ডঙ্কান রাজকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই হস্ত শতবার ধৌত করিয়াও তাঁহার চক্ষে রক্তাক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল; এবং তৎসংস্পর্শে শুভ্র রুমাল সকল রক্তবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। পাপের স্মৃতি এইরূপ মনোবিকারই উৎপাদন করিয়া থাকে!

স্বকৃত অসংখ্য পাপের প্রেত সকল এইরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপকারীর ভীতি ও যাতনার কারণ হয়। এই প্রেত সকলের শ্রাদ্ধ ও তর্পণের উপায় কি? নিজ পাপ নিত্য স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে যাঁহারা দিনগত পাপক্ষয় করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য। যাঁহারা তাহা না করিতে পারেন, বিশেষ বিশেষ নৈমিত্তিক ঘটনা উপলক্ষে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত বিধেয়।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ প্রেত সকলের উদ্ধার হইয়া যায়, আর তাহারা পাপকারীর সঙ্গ লইয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। আমরা অন্য সময়ে পাপ প্রেতদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে পারি না পারি, বর্ষশেষে এ কার্য্য সাধনের ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক ও শুভজনক। বর্ষশেষে কৃত পাপ সকল এক এক করিয়া স্মরণপূর্ব্বক যেন তাহাদের জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা ও অশ্রুপাত করিতে পারি এবং এরূপ পাপ আর করিব না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিতে পারি। মনু বলিয়াছেন যে—

"কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য
তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি
নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।"

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে মনুষ্য সেই পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। 'এমন কর্ম্ম আর করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। চৈত্রসংক্রান্তিতে পিতৃপুরুষদিগের প্রেতের তর্পণ করিয়া যেমন শুচি ও নিরাপদ হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ পাপপ্রেত সকলের শ্রাদ্ধ তর্পণে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুচি ও নিরাপদ হওয়া সকলের পক্ষেই বিধেয়। পিতৃপুরুষদের প্রেতগণের জন্য কলস কলস জল উৎসর্গ কর; সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলেও পাপপ্রেতদিগের তর্পণ কর, ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ হইবে।

আঁধারে আলোক।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"

আঁধারে মগন ধরা,
কুয়াসায় দিক্ ঘেরা,
মিটি মিটি শুকতারা,
আলোক করিছে দান।
চলিছে পথিক ওই
আঁধারে মগন প্রাণ॥ ১।

কুয়াসা ভেদিয়ে যায়,
সহসা চকিতে চায়,
হায় হায় একি দায়,
আঁধারে জীবন বাঁধা!
ভব ভানুমতি! তোর
কে বুঝে বিষম ধাঁধা॥ ২।

যে টুকু চলিয়ে যায়,
জীবনালো দেখে তায়,
পেছনে পড়িলে হায়,
আঁধার সমাধি করে।
অতল আঁধার-গর্ভে
ডোবে সে জনম তরে॥ ৩।

আশে পাশে চারি ধারে,
ঘেরিয়া আছে আঁধারে,
পথিক পড়ে পাথারে,
অবাক হইয়ে হায়!
সৃষ্টির রহস্য দেখি
চকিত হইয়ে চায়॥ ৪।

ভবিতব্য আছে যাহা,
আঁধার-গহ্বরে তাহা,
চৌদিকে আঁধার আহা,
এ বড় বিষম দায়।
সৃষ্টির রহস্য দেখি
অসহায় নিরুপায়॥ ৫।

সবার আগেতে যাই,
সবার পরেতে তাই,
নাহি দাঁড়াবার ঠাঁই,
অনন্তের বুকে ভাসি।
কোন কাজ করি নাক
যাই আর শুধু আসি॥ ৬।

নিজের শকতি নাই,
শুধু হাবুডুবু খাই,
যা দেখাও দেখি তাই,
আঁধার আড়ালে থাকি।
দেখাও দেখাও মাগো
যাহা কিছু আছে বাকি॥ ৭।

যে কদিন আছে বাকি,
মগন হইয়ে থাকি,
তোমারে হৃদয়ে রাখি,
জুড়াই তাপিত প্রাণ।
আঁধারে আলোক তুমি
আঁধারে গাহিব গান॥ ৮।

শ্রীম।

নারী-চরিত।

উভয়-ভারতী।

শোণ নদের তীরে বিষ্ণুমিত্র নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। উভয়-ভারতী এই বিষ্ণুমিত্রের কন্যা। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত এই ষড়ঙ্গ; মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায় ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যাতে ইনি সুনিপুণা ছিলেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র, এবং বেদান্ত, কাব্য নাটকাদিতে উভয়-ভারতী সুপণ্ডিতা ছিলেন। এমন কি, তাঁহার সময়ে, এমন কোন বিদ্যাই ছিল না, যাহাতে তাঁহার বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল না। এই জন্য তৎসমসাময়িক ব্যক্তিগণ ইঁহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইতেন।

অশেষ-গুণশালিনী উভয়-ভারতী ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রবণ করিলেন যে, রাজস্থানে বিশ্বরূপ নামে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করেন। উভয়-ভারতী ইঁহার পাণিগ্রহণে অভিলাষিণী হইয়া স্ত্রীজনোচিত লজ্জা সত্ত্বেও তাঁহার পিতার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলেন। মনুষ্যের সদ্‌গুণের কথা আপনা আপনি চারি দিকে প্রচারিত হইয়া থাকে, সুতরাং এদিকে বিশ্বরূপও উভয়-ভারতীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই স্বীয় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে নিরতিশয় ব্যগ্র হইলেন। শ্রীমান্ বিশ্বরূপ জনক জননীর নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। পুত্রকে সর্ব্বদা চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখিয়া পিতা হিমমিত্র একদিন বলিলেন, "বৎস, সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তামগ্ন দেখিতেছি, দিন দিন তোমার শরীর কৃশ হইয়া যাইতেছে, তোমার দেহমনে কোন প্রকার স্ফূর্ত্তি দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি? তোমার শরীরে কোন প্রকার রোগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইষ্ট বস্তুর বিয়োগে ও অনিষ্ট বস্তুর সংযোগে দেহীর নানা-প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়, আমি কিন্তু তদুভয়ের কোনটাই তোমাতে দেখিতেছি না। তোমার বিবাহের কালও অতিক্রান্ত হয় নাই, অন্যেও তোমাকে কোনরূপ অপমান করে নাই। কুটুম্বভরণের দুঃসহ ভারও তোমার উপর অর্পিত হয় নাই। তোমার গভীর চিন্তার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। অধিকন্তু সন্তাপের কারণ মূঢ়ভাব তোমাতে নাই ও পরাজয় তোমাতে সংঘটিত হয় নাই। আজন্ম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিবর্জ্জন করিয়া আসিতেছ, সুতরাং নরক-যন্ত্রণার কোন প্রকার ভয় তোমার

নাই, তথাপি, বৎস! কেন তোমার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা ম্লান দেখিতেছি।” জনকের এবম্প্রকার আগ্রহপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া বিশ্বরূপ স্বীয় মনোভাব আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্! শোণ নদের তীরে বিষ্ণুমিত্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার এক অশেষ-গুণশালিনী কন্যা আছে। আমি লোক-মুখে সেই কন্যার গুণের কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।” পিতা হিমমিত্র পুত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কন্যাদর্শন জন্য দুই জন ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুমিত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় বিষ্ণুমিত্রের ভবনে উপনীত হইলে, বিষ্ণুমিত্র তাঁহা-দিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে তাঁহারা উক্ত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “শাস্ত্রজ্ঞান, প্রশস্ত কুল, চরিত্র ও ধর্ম্ম দ্বারা আপনার কন্যাকে স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের সদৃশী শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা আমাদের দুইজনকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কারণে আমরাও আপনার কন্যাকে তাঁহার পুত্রের জন্য যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছি। অতএব হে বিষ্ণুমিত্র! মণিযুগল এক সূত্রে আবদ্ধ হউক।” ব্রাহ্মণদ্বয়ের উক্তি শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুমিত্র বলিতে লাগিলেন, “হে ব্রাহ্মণযুগল! হিমমিত্রের বাক্য আমার অতিশয় রুচিকর জানিবেন, তথাপি একবার আমার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উক্ত বাক্য প্রতিপালন করিব। কেননা, এই কন্যা-সম্প্রদান-কার্য্য নিয়ত স্ত্রীলোকদিগের অধীন। যদ্যপি আমি পত্নীর অনুমতি না লই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কন্যা যদি কোন ব্যসনপ্রবৃত্ত হয়, তখন এই সকল স্ত্রী-লোকই আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিবে।” অনন্তর বিষ্ণুমিত্র ভার্য্যাকে বলিলেন, “হে কল্যাণি! তোমার যে এক পুত্রতুল্য কন্যারত্ন আছে, তাহার বরণ কামনা করিয়া রাজগৃহ হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? ইহার এক পক্ষ স্থির করিয়া বল। কারণ একবার দান করিব বলিলে ‘দিব না’ একথা বলিবার আর ক্ষমতা থাকিবে না।”

পতির এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতে লাগিলেন—“প্রথমতঃ, দূরে অব-স্থান; দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম, কুল ও চরিত্রাদি যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহারও কিছুই জানা যাইতেছে না। অত-এব আমি আপনাকে কি বলিব? যিনি ধন, কুল ও চরিত্রে সুবিখ্যাত, তাঁহাকেই কন্যা প্রদান করিবে, ইহা শাস্ত্রে ও লোকে বিদিত আছে। শাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে যে,

> “কুলং চ শীলং চ বয়শ্চ রূপং
> বিদ্যা চ বিত্তং চ সনাথতা চ।
> এতান্ গুণান্ সপ্ত পরীক্ষ্য দেয়া
> কন্যা বুধৈঃ শেষমচিন্তনীয়ম্॥”

অর্থাৎ কুল শীল, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ধন ও সহায় এই সাতটি গুণ পরীক্ষা

করিয়া কন্তা প্রদান করিবে, তাহার পর অবশিষ্ট বিষয়ের জন্ম চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।” ভার্য্যার এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুমিত্র কহিলেন, “হে শুদ্ধচারিণি! তুমি এবম্প্রকার কোন একটি বিশেষ নিয়ম করিতে পার না। কেননা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে তীর্থ-দর্শনচ্ছলে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার কুল-শীলাদি বিশিষ্টরূপে পরীক্ষিত না হইলেও কুণ্ডিননগরাধিপতি স্বীয় প্রসিদ্ধা কন্তা রুক্মিণীকে দান করিয়াছিলেন। অতএব যদিও কুলশীলাদি না জানিতে পারা যায়, তথাপি জগতে বিখ্যাত হইলে তাঁহাকে কন্যাদান করিবার কোন বাধা নাই। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ভট্টপাদের প্রধান শিষ্য। ইহাঁর ধন আছে কি না, তাহা দেখিবার আমাদের আবশ্যকতা নাই; কারণ বিদ্যাই মানবের অমূল্য ধন, বাহ্য ধনের কোন আবশ্যকতা নাই। যে বিদ্যা অনন্তকাল বিদ্বান্ লোকের অনুগত থাকে, রাজা চোর ও কামিনী যে বিদ্যা হরণ করিতে পারে না, তিনি সেই বিদ্যায় পারদর্শী। ধনের অর্জ্জন, পালন ও ব্যয় তিনটিই অনবরত চিত্তের ক্ষোভ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। তস্কর, নৃপতি ও স্বজন হইতে পার্থিব ধনের সততই শঙ্কা বিদ্যমান আছে বলিয়া বিদ্যাহীন মূঢ় ব্যক্তি সুখ-নামক পদার্থ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না। কেহ কেহ ভূগর্ভে ধন নিহিত রাখে, কিন্তু উপভোগ করিতে পারে না। কেহ বা ভূমিতে ধন এরূপ ভাবে স্থাপিত রাখে যে, উপভোগকালে ব্যস্ত করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে এরূপও দেখা যায় যে, একজন এক স্থানে গুপ্তভাবে ধন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, অপরে তাহা হরণ করিয়া সুখে উপভোগ করিয়া থাকে! আবার যদি তাহা নদীতীরে খনন করিয়া রাখিয়া আসে, তবে জলই তাহা হরণ করিয়া লয়। অথবা এ বিষয়ে আমাদের পরস্পর কলহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এস কন্যার অভিপ্রায় জ্ঞাত হই। সে যাহাকে বলিবে, সেই তাহার বর হইবে।” এই বলিয়া তাঁহারা উভয়েই কন্যার সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, “হে সুগাত্রি! বিশ্বরূপের পিতা হিমমিত্র কন্যানুসন্ধান জন্য দুইজন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এখন দুইজনে কি করিব? আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি তাহা ব্যক্ত কর।” কন্যা এবম্প্রকার প্রিয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় প্রমোদিতা হইলেন, এবং হর্ষাতিশয্য নিবন্ধন কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার জনক জননী তাঁহার মনো-ভাব অবগত হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে আপনা-দিগের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারাও অন্য একজন ব্রাহ্মণ সহ কন্যার পিতৃভবন হইতে স্বীয় সদনে গমন করি-লেন। তাঁহাদিগের গমনকালে উভয় ভারতী স্বহস্তে লগ্নপত্র লিখিয়া সেই ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ আসিয়া বার্ত্তা বলিলেন, হিমমিত্র পুত্রকে তাহাই

বলিলেন। তাহা শুনিয়া বিশ্বরূপ নিরতিশয় সুখী হইলেন। এদিকে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। শুভদিনে, শুভক্ষণে, বিবাহার্থী সালঙ্কৃত বিশ্বরূপ বহুসংখ্যক সুবিদ্বান ব্রাহ্মণসহ শোণনদের বিশাল তটে উপনীত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র শোণনদের তীরে বহু সমারোহে জামাতার শুভ আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। পরে বিবিধ বাদ্য ভাণ্ডের সহিত জামাতাকে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করাইলেন। ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢক্কা, বেদগান ও শঙ্খধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়া গেল। চারি দিকে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। হিমমিত্রের পুত্র বিশ্বরূপ বিষ্ণুমিত্রের কন্যা উভয়-ভারতীর করকমল স্বীয় করপল্লব দ্বারা শুভক্ষণে গ্রহণ করিলেন।

শুভোদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিশ্বরূপ প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কন্যার পিতা মাতা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস বিশ্বরূপ! তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। যেমন স্তন্যপায়িনী বালিকা কিছুই অবগত নহে, তেমনই আমার এই কন্যা কিছুই জানে না। অতএব ইহাকে নিজ কন্যার মত রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাতে দেবভাব বিদ্যমান আছে। ইহার উপর কখনই রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করিও না। আমার এই নির্দ্দোষ কন্যার শ্বশ্রূদেবীকে বলিবে যে, বধূর রক্ষণভার তাঁহারই অধীন। এই সুন্দরী তাঁহার গচ্ছিত ধন স্বরূপ জানিবেন এবং তিনি ক্রমশঃ ইহাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। বাল্যকালে বালক বালিকার শৈশব জন্য অপরাধ অতিশয় সুলভ; কিন্তু যিনি গৃহিণী, তিনি কদাপি সে অপরাধ দর্শন করিবেন না। আমরা সকলেই ক্রমশঃ বিজ্ঞ হইয়া পশ্চাৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি। একবারে বিজ্ঞ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

অনন্তর বিষ্ণুমিত্র কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে বৎসে! তুমি অদ্য অপূর্ব্ব দশা প্রাপ্ত হইলে। হে সুভগে! সেই অপূর্ব্ব দশা রক্ষণ বিষয়ে তুমি সদাই নিপুণতা দেখাইবে। কারণ তোমার শিশু-ব্যবহার যেমন আমাদের দুইজনের নিরতিশয় প্রীতিকর, সেইরূপ অপরের প্রীতিকর না হইতেও পারে। অতএব জনসমূহ যাহাতে উপহাস করিতে না পারে, তুমি এরূপ ব্যবহার করিও। বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীর জনক জননী তাহার অধিপতি বলিয়া বিখ্যাত। উদ্বাহের পর একমাত্র স্বামীই অধিপতি হয়েন। অতএব তুমি সেই একমাত্র স্বামীর শরণাপন্ন হইও। ইহা দ্বারা তুমি দুর্জ্জয় ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। হে সুন্দরি, পতি অভুক্ত থাকিলে কদাচ ভোজন করিও না। পতি দূরদেশে গমন করিলে বিশেষরূপে বেশভূষা করিও না। পতির সুখের জন্য স্ত্রীর আত্মবিসর্জ্জন—পূর্ব্বাপর এবম্প্রকার নিয়ম আছে। এতদ্বিষয়ে অরুন্ধতী লোপামুদ্রা প্রভৃতি

বৃদ্ধনারীগণের চরিত্রই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পতি ক্রুদ্ধ হইলে তুমি রোষ প্রকাশ করিয়া একটি কথাও বলিও না। কেবল এই কথা বলিবে যে, আপনি আমার অপরাধ সকল ক্ষমা করুন। বরং এইরূপেই তিনি শান্ত হইবেন। পতির প্রসন্ন বদন দেখিলে চকিতের ন্যায় তুমি প্রফুল্লতা প্রকাশ করিবে। অধিক কি বলিব, ক্ষমা দ্বারাই, হে অনঘে, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে; অপর কিছুতেই তাহা হইতে পারে না। পতির সমক্ষে পরপুরুষের মুখাবলোকন করিয়া কখনও বলিও না যে, এই স্থানে পরপুরুষ রহিয়াছে। কিন্তু যদ্যপি একান্তই বলিতে হয় ত গোপনে তাঁহাকে বলিবে। এই আমার উপদেশ। হে পুত্রি! পতি গৃহে আসিলে সকল কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র উত্থিত হইবে এবং রুচিপূর্ব্বক পতির পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবে। জীবন অনুমাত্র এবং ইহলোকের সুখ তুমি কিছুই উপেক্ষা করিও না। স্বামী গৃহে না থাকিলে যদি কখন তোমার পতির আত্মীয় বা কোন মহৎ ব্যক্তি তোমার গৃহে আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি বহু সম্মানপূর্ব্বক সেই সব লোকের সম্বর্দ্ধনা করিবে। হে মৃগাক্ষি, তুমি পিতা মাতার মত শ্বশ্রূ শ্বশুরের ও সহোদরের মত দেবরের অনুবর্ত্তন করিবে।"

বিদায়কালে এবম্প্রকার হিতোপদেশ গ্রহণ করিয়া বিশ্বরূপ পত্নীসহ রাজগৃহে উপনীত হইলেন; এবং সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় দ্বিতীয় আশ্রমের ধর্ম্ম সকল সহজে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ক্রীট দ্বীপকে স্বাধীন করিবার জন্য গ্রীকেরা উন্মত্ত। তাহারা ইউরোপীয় শক্তিসমূহের কথা অগ্রাহ্য করিয়া তুরস্ক আক্রমণে প্রস্তুত এবং জাতি শুদ্ধ বিনষ্ট হইলেও আপনাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবে না।

২। জাপানে অন্ধ ও বোবাদিগের জন্য দুইটী বিদ্যালয় আছে—একটি টোকিও ও অপরটি কায়টোতে। উভয়ই গবর্ণমেণ্ট ব্যয়ে চালিত হয়।

৩। সাইবিরীয় রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইলে ৪০ দিনে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা যাইবে এবং ব্যয় ১৫।১৬ শত টাকার অধিক হইবে না।

৪। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে আয়র্লণ্ডে আলু আমদানী করেন, এখন ইহাই দ্বীপবাসীদিগের প্রধান খাদ্য। সম্প্রতি এই ঘটনা স্মরণার্থ ডবলিনে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব গোল-আলু প্রদর্শনী হইয়াছে।

৫। বঙ্কিম স্মৃতিফণ্ডে ৫২১৬ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই টাকায় তাঁহার দুইখানি ছবি অঙ্কিত হইয়া ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ও সেনেট গৃহে স্থাপিত হইবে। অবশিষ্ট টাকার সুদ হইতে এফ এ ও বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা রচনার জন্য এক একটী মেডাল পুরস্কার দেওয়া হইবে।

৬। বোম্বাইয়ের কুমারী কর্ণিলিয়া সোরাবজী

ব্যারিষ্টার হইয়াছেন, আবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল এল বি উপাধি পাইয়াছেন।

৭। ত্রিপুরাধিপতির রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁহার কন্যা ওলাউঠায় মারা গিয়াছে। হরিষে বিষাদ !!

৮। পারিসের বিলিজিউ চান্সেওই নামক এক ব্যক্তি আশ্চর্য্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে যে বস্তুর যেরূপ রঙ, ঠিক্ সেইরূপ ফটোগ্রাফ উঠিবে।

৯। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলাম যে কাকিনার সুপণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ বারিধি পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি হিন্দু-শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১০। ষ্টেট সেক্রেটারী জর্জ হামিলটন এত দিন পরে স্বীকার করিয়াছেন যে, মধ্যভারতে যে লক্ষাধিক (১২০,০০০) লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সম্ভবতঃ দুর্ভিক্ষই তাহার কারণ।

১১। সেলাইয়ের কল ওয়ালা সিঙ্গার কোম্পানি বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। লেডি ডফরিন ফণ্ডের হাসপাতাল-সমূহে গত বৎসর ১০,২৭,০০০ জন স্ত্রীলোকের চিকিৎসা হইয়াছে।

১৩। কলিকাতার রামবাগাননিবাসী বাবু বিনোদবিহারী মল্লিক লেডি ডফরিন ফণ্ডে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহকালে ভারতবর্ষে ৩৮ হাজার গোরা এবং দেড় লক্ষ সিপাহি ছিল। এক্ষণে ৭৪ হাজার গোরা এবং দেড় লক্ষ সিপাহি আছে।

১৫। গত মাসে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় নগরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। প্রায় দেড় হাজার বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতি আন্দাজ ৪ লক্ষ টাকার হইয়াছে। মান্দালয় নগরের অধিকাংশ বাড়ী সেগুণ কাঠ-নির্ম্মিত।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সাধু তুকারামের জীবনচরিত—বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য।০ আনা। তুকারাম দাক্ষিণাত্যের চৈতন্যদেব। ইঁহার জীবনে ভক্তি বিশ্বাস এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অতি আশ্চর্য্য ভাবে লক্ষিত হয়। এরূপ সাধু ব্যক্তির চরিত পাঠে সকলেই উপকৃত হইতে পারেন। তুকারামের রচিত গান বা অভঙ্গ রামপ্রসাদী গানের মত দক্ষিণ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকে তাহার কতকগুলির অনুবাদ আছে।

২। বঙ্কিমচন্দ্র ৩য়:ভাগ—ইহাতে বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ও সমালোচনা আছে। গিরিজা বাবু সুলেখক এবং বঙ্কিম বাবুর এক জন অনুরাগী ভক্ত। বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত চরিত্র সকলের যেরূপ বিশ্লেষণ ও সমালোচন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরণার্থ। বঙ্কিমের পাঠক মাত্রেই ইহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন সন্দেহ নাই।

৭। গীতাবলী—৺রামনিধি গুপ্তের যাবতীয় গীত সংগ্রহ—শ্রীপরাণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।৷০ আনা। নিধু বাবুর গীতাবলী আদিরসঘটিত বলিয়া শিষ্ট সমাজে ঘৃণার্হ হইয়া আছে। ইহার অনেকগুলি বর্ত্তমান সময়ের রুচিসঙ্গতও নহে। কিন্তু গীতাবলীর মধ্যে কতকগুলি স্বভাব প্রণয়গীত ও পরমার্থসংগীতও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার ২।১টী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

অমেকা ভুবনেশ্বরী সদাশিবে শুভঙ্করী
নিরানন্দ আনন্দদায়িনী, মা।
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞান-
বোধে সাকারা
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী মা।
প্রণতে প্রসন্না ভব ভীমতর ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবামি, ভবানি মা।
কৃপাবলোকন করি ভবিনারে ভবধারি,
পদতরি দেহি গো তারিণি, মা। ১

এত দিন পর নিবিল আমার মনের অনল
শিখি,
দেখ যতদিন ছিল দুই জ্ঞান, সতত ঝুরিত
আঁখি।
ভাবিয়ে তাহার রূপ, আমি হলেম সেইরূপ,
কুমিরকে আরসুল ভেবে সেই হ'ল,
সে ভাব এ স্বপে দেখি। ২

পিরীতের রীত যে থাকিলে অন্তরে,
দোঁহে দোঁহার অন্তরে।
চক্রবাক্ চক্রবাকী, তার সাক্ষী দেখ দেখি,
বুঝাব কি তোমারে।
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুঃখী হয় দুইজন,
কেহ সুখী কেহ দুখী না হয় কখন।
মিলনে দেখ অধিক, হৃদয়ে দোহে পুলক,
ভাসে সুখসাগরে। ৩

বামারচনা।

কবিতা।

অধরেতে আধ হাসি, কুন্তল দুলিছে বায়,
অস্ফুট জোছনারাশি, সোহাগে জড়ায় কায়,
আপনি প্রকৃতি রাণী,
প্রেমের প্রতিমা খানি,
যূঁই মালতীর হারে,
সাজাইয়ে থরে থরে;
সান্ধ্য মালতীতে মরি, অলক্ত পরান পায়।
বেঁচে মরা "জড় জীব" পরশে যা প্রাণ পায়। ১

কোকিলের কুহু, কুহু, ভ্রমরার মৃদু তান,
পদমূলে বসি নিতি, গাইতেছে স্তুতিগান,
ফুলরেণু প্রতি শ্বাসে,
মলয়া যোগায় এসে,
"বসন্ত" যুড়িয়ে কর—
ও রাঙ্গা চরণ পর
কত না সাধিয়ে আহা! সেছে আত্ম-বলিদান;
তোমার (ও) লুকানো সাধ—ত্যজি মত
সঁপি প্রাণ। ২

অথবা, অথবা ভুল—সাধ কি অসাধ,—

কিছুই বুঝিনে আমি ;—ছিঁড়িয়ে কঠিন বাঁধ,
কে তুমি, কে তুমি বালা,
সুর-পুর-সু-উজলা !
পশিলে পঙশি করে,
এ ঘোর আঁধার ঘরে,
হাসাইবে শত কোটি তারা, তারানাথ ;
বাঁধিলে জীবন মন শ্রীচরণ সাথ। ৩

আমিত বুঝিনে দেবি ! "সাধ-কি অসাধ !"
বেহস্—বিভল পারা—একি পরমাদ !
সুখ-দুঃখ নাহি চাই,
হাসি নাই, অশ্রু নাই,
নয়ন মুদিয়ে আসে,
কোথাকার স্মৃতি ভাসে,
স্বপনের মোহে ভুলি, রয়েছিনু দিন রাত,
এ কেমন দশা মম "সাধ কি অসাধ !" ৪

অতুলন রূপ পানে অনিমিখ চেয়ে রই ;
হৃদয় শিহরি ওঠে, কি জানি কেমন হই,
জগৎ "পাগল" বলে,
আমি যে আপনা ভুলে—
প্রাণময়ি ! ও চরণ—
ধেয়াই গো নিশি দিন—
কেনবা কিসের তরে কেমনে বুঝায়ে কই,
মরুভূমে ছোটে বাণ তোমারই পরশে সই ! ৫

তবে এস, এস দেবি ! এলে যদি দয়া করে,
দাঁড়াও আরাধ্য-তমা ! ভিখারী-হৃদি কুটীরে ;
ধরার—অতৃপ্ত—আশা
বিদ্রূপের তীব্র ভাষা,
সহিতে না পারি আর—
ছিঁড়েছে জীবন-তার
আজি এই ভগ্নহিয়া, ঢালি তব প্রাণ-প'রে
লুকায়ে রহিবে সখি ! অভাগা জনম তরে। ৬

অনন্ত ভাবের সিন্ধু, কবিগুরু আদি কবি,
যাঁহার কবিত্ব-বিন্দু, শশী-তারা-ফুল-রবি ;
যে কবির কাব্য পাতা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গাথা,
তাঁহারই মানস-বালা
প্রভাবতী—অতুলনা—
সেই সে সুষমা ছায়া—মুখে তব প্রাণসখি !
পাঠালেন যিনি তোমা নরহৃদি শূন্য দেখি। ৭

মহাশুষ্ক মরু এ যে মিটে না, মিটে না আশা,
কলিজা, ধমনী ফাটে—অপূরিত শান্তিতৃষা,
কোমল-কোরকগুলি,
নাশে এরা পায়ে দলি,
ধনী-মানী-ভীমকায়
বুক চিরে রক্ত খায়—
অনাথ-দুর্ব্বলে আহা ! স্বার্থে ভরা ভালবাসা !
আরও কত আছে ওগো ! বলিতে না
পাই ভাষা ! ৮

তাই তিনি প্রেমময়ি ! তোমারে গো সজনি
পাঠালেন, অভাগার প্রাণের প্রতিমা খানি,
ভুলিনু বিগত ব্যথা—
ভুলিনু ধরার কথা—
অভাব—অশান্তি ঘোর—
সকলই ঘুচেছে মোর !
এবে তোমা বুকে ধরে কাটাব দিবাযামিনী,
নির্জ্জন কুটীরে মম "কবিতে ! হৃদয়রাণী।" ৯

শ্রীনির্ম্মলা।

"চেয়ে আছি।"

বহুকাল হ'তে চেয়ে আছি
　　নিরমল গগনের পানে।
থেকে থেকে রয়ে রয়ে গণি
　　নীলিমের ক্ষুদ্র তারাগণে॥
কত জলে মরকত প্রায়
　　কত যায় হইয়া বিলীন।
সংসারের মর জীবগণে
　　বলে যায় সম্মুখে দুদ্দিন॥
তবে কেন নিশি দিন ভাবি
　　মরতের হিংসা দলাদলি।
আসিয়াছি মরিবার তরে,
　　একে একে যাইব রে চলি॥
কত দিন রব আর ভবে
　　সন্ধ্যানিলে দীপ নিভে যাবে।
শূন্য প্রাণে যাইব চলিয়া
　　পঞ্চভূতে শরীর মিশাবে॥
(অতএব) ভকতি অঞ্জলি প্রদানিয়া
　　শ্রীচরণ পূজিব তাঁহার।
এ সংসার যাঁহার সৃজিত
　　যাঁর কীর্ত্তি অনন্ত অপার॥
বিভূষিয়ে নয়নযুগল
　　ভক্তিরূপ পবিত্র আলোকে।
পূজিতে পূজিতে সে চরণ
　　চলে যাব জ্যোতির্ম্ময় লোকে॥
　　　　শ্রীমতী—"জ্যোতি।"

দু দণ্ডের তরে।

অরণ্যের সুপ্ত প্রাণ যবে
জাগাইয়া, সঙ্গীত-ধারায়
দুদণ্ডের তরে গান গাহি
পাখী হায়! উড়ে চলে যায়;
দূরে শুধু প্রতিধ্বনি তার
শূন্য প্রাণে, করে হায় হায়॥ ১
বসন্তের নব আগমনে
যবে ধরা হরিত যৌবনে
সাজায় গো দেহ আপনার,
কে জানিত সে যৌবন তার
ফুটে উঠি, সুগৌরবভরে,
দুদণ্ডেতে যাবে হায় মরে॥ ২
ভ্রমরীর গুঞ্জনের তান
আকুলিয়া উদাস পরাণ,
স্মিরিতের দ্বার খুলি ধীরে,
ডুবাইয়া কল্পনা মাঝারে,
দুরাশার স্বপন মতন
দুদণ্ডেতে করে পলায়ন॥ ৩
মলয়ের মৃদুল পরশে
খুলে দিয়ে গোপন হৃদয়,
অসম্পূর্ণ প্রেমের কাহিনী
না কহিতে না ফুরাতে হায়!
আপনার সমাধি-মাঝারে
ফুলগুলি ঝ'রে পড়ে যায়॥ ৪
চন্দ্রমার কর পরশনে
উথলিয়া আকুল পরাণে,

যেন সিন্ধু শুনে কার বাণী—
অন্তরের অনন্ত কাহিনী
ব্যক্ত করি, গভীর ভাষায়
দুদণ্ডেতে শান্ত হয়ে যায়॥ ৫
হে প্রকৃতি! দু দণ্ডের তরে
কেন এই সৌন্দর্য্য অপার
জগতের নাট্যশালা পরে
রাখিয়াছ করিয়া বিস্তার?
চিরদিন এ প্রপঞ্চ কিগো!
রবে ঢাকা রহস্য মাঝারে? ৬

লজ্জাবতী বসু।

উপহার।

(কোন এক নবজাত শিশুর প্রতি)

কেরে তুই আমারে তা বল?
ঘুমে ছিলি কোন্ দেশে,
কেমনে আসিলি ভেসে?
তোর পরশেতে ধরা সুখে টমমল! ১
তুই কিরে স্বরগের ফুল,
তোর উঙা উঙা স্বরে,
কতই অমিয়া ঝরে,
মা'র বুকে স্নেহধারা বহে কুল কুল! ২
খুঁজিয়া দেখেছি ত্রিভুবন,
এমন পাগল-করা,
এমন পরাণ-হরা,
অতুল মুরতি আর দেখিনি কখন। ৩
দেখিয়াছি সুনীল গগন,
তারকার শোভারাশি,
চাঁদের মধুর হাসি,
প্রাণ মন মাতানিয়া নবীন তপন। ৪
কত দিন করেছি দর্শন,
সাঁঝের কনকছটা,
নবীন মেঘের ঘটা,
উষার মধুর হাসি নয়নরঞ্জন! ৫
(কিন্তু) তারা নহে তোর তুলনায়।
তোর যে মধুর ছবি,
অমিয়-মাখান সবি,
শান্তি-পারাবার তুই মরু সাহারায়। ৬
শিশু! তোর সবি মনোহর।
শ্যামের মুরলীস্বন,
ভ্রমরের গুঞ্জরণ,
তাহ'তেও মধুমাখা তোর 'উঙা'স্বর॥ ৭
যে হৃদয়ে অনন্ত বেদন,
তোর পরশেতে তার,
দূরে যায় দুখভার,
স্বরগেতে যায় ভাসি করিলে চুম্বন। ৮
বুঝিনাক তুমি কোন্ জন,
শুধু আমি বুঝি এই,
তোমার তুলনা নেই,
এ জগতে তুমি শুধু তোমার তুলন। ৯
শিশু! তুই অতুলন ধন,
তুমি ঘরে নাহি যার,
বৃথাই জীবন তার,
আমারি মতন সেই বড় অভাজন। ১০

মাবাপের বুক-চেরা ধন,
হতাশের আশা তার,
ইষ্টময় দেবতার,
তুই শুধু মানবের সংসার-বন্ধন। ১১
তোরে মোর এই আশীর্ব্বাদ,
মা বাপের কোলে রও,
অক্ষর অময় হও,
পূর্ণ হোক তোর্ যত মরমের সাধ। ১২
যেন ওই কোমল হিয়ায়,
দলাদলি হিংসা দ্বেষ
পশে না তাহার লেশ,
বিশ্বসেবা-ব্রতে দিও ঢালি আপনায়। ১৩
এই শুভ জন্মদিনে তোর,
কিবা দিব উপহার
(কিবা যোগ্য এ ধরায়)
অধম দরিদ্র আমি, কিছু নাহি মোর। ১৪
আছে শুধু বিন্দু ভালবাসা,
তোর কাছে তাই লয়ে
দাঁড়ায়েছি ভয়ে ভয়ে!
এটুকুনি লয়ে মোর পূরাবি কি আশা? ১৫

মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী,
পাণ্ডুয়া।

১৩০৩ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎ-কীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও দেশ ভ্রমণ।

৫। উপন্যাস।

৬। বিজ্ঞান।

৭। গৃহচিকিৎসা ও গৃহকার্য্য।

৮। পদ্য।

৯। বিবিধ।

১০। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১১। নূতন সংবাদ।

১২। পুস্তকাদি সমালোচনা।

১৩। বামারচনা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

অগ্রিম।		
গোপালচন্দ্র দত্ত	শিবপুর	২॥৵০
গিরীন্দ্র নাথ বসু	কলিকাতা	২॥৵০
অক্ষয়কুমার চৌধুরী	ঐ	১॥১০
উপেন্দ্র নাথ ঘোষ	ঐ	১॥১০
শ্রীমতী জগৎ-মোহিনী মিত্র	বৈদ্যনাথ	২॥৵০
যোগীন্দ্র নারায়ণ রাহা	কলিকাতা	।৵০
সেক্রেটারি, বারাশত বালিকাবিদ্যালয়	বারাশত	।৵০
মিসেস ডি, এম, রায়	কলিকাতা	১॥১০
„ ডি, এন, চাটার্জ্জি	ঐ	২॥৵০
পি, এল, রায় স্কোয়ার	ঐ	১॥১০
মহেশচন্দ্র বিশ্বাস	জামুই	২॥৵০
ডাঃ আনন্দ লাল বসু	কটক	২॥৵০
হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়	ঐ	২॥৵০
মেসার্স হারি ব্রাদার্স	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষ	যশোহর	২॥৵০
আশুতোষ বিশ্বাস	ভবানীপুর	২॥৵০
দ্বারিকা নাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	১॥১০
প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়	কটক	২॥৵০
বিশ্বনাথ সিংহ	ঐ	২॥৵০
যদুনাথ ঘোষ	কলিকাতা	২॥৵০
জগবন্ধু রাহা	ঢাকা	২॥৵০
ডাঃ প্রিয়নাথ বসু	ঐ	২॥৵০
শ্রীমতী সরলা সুন্দরী দেবী	ঐ	২॥৵০
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	ঐ	২॥৵০
ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	২॥৵০
এস, সি, বানার্জ্জি স্কোয়ার	শিলচর	২॥৵০
হরিচরণ দাস	ঐ	২॥৵০
রাণী নিস্তারিণী দেবী	মহিষাদল	২॥৵০

সেক্রেটারি, কটেজ লাইব্রেরি	ভবানীপুর	১॥১০
শ্রীমতী জীবনমোহিনী ঘোষ	ঐ	১॥৶০
কানাই লাল মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২
গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১।/০
ডাঃ দয়াল চন্দ্র সোম	ঐ	২৷৶০
হরিমোহন সাহা	দিনাজপুর	২৷৶০
শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	বরাহনগর	৸০
শ্রীমতী সরলা সুন্দরী দেবী	সাহিগঞ্জ	২৷৶০
উপেন্দ্র লাল মজুমদার	এলাহাবাদ	১।/০
শ্রীমতী বধুরাণী কুসুমকুমারী দেবী	বলিহার	২৷৶০
ডাঃ অমূল্যচরণ বসু	কলিকাতা	২৷৶০
ডাঃ বি, বসু	ঐ	৷০
রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়	মাদারিপুর	২৷৶০
কৈলাস চন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৷৶০
ডাঃ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৸০

(ক্রমশঃ)

সাবেক

কৈলাস চন্দ্র সেন	কলিকাতা	৷৶০
তারাপদ ঘোষ	খিদিরপুর	২৷৶০
দ্বারকানাথ মিত্র	ছাপ্রা	২
বিপিনবিহারী গুপ্ত	কলিকাতা	১
হরনাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	১
মহেশ চন্দ্র বিশ্বাস	আমুই	৭

ডাঃ আনন্দ লাল বসু	কটক	৫।০
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২৷৶০
স্বর্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৬০
জীবনকৃষ্ণ ঘোষ	ঐ	৭৸/০
পণ্ডিত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৷০
জগমোহন রায়	কটক	১২৷৶১০
প্রিয় নাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	২৷৶০
ডাঃ হরনাথ বসু	কলিকাতা	২
যদুনাথ ঘোষ	ঐ	২৷৶০
ডাঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১
দীননাথ বসু	শিয়ালদহ	১
রাখাল চন্দ্র বসু	মাগুরা	১৷৶০
গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঢাকা	২৷৶০
মিসেস মনোমোহন ঘোষ	কলিকাতা	২৷/১০
শ্রীমতী মৃন্ময়ী গুপ্ত	ভবানীপুর	১
ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৫।০
শ্যামাচরণ মিত্র	কলিকাতা	১
দিগম্বর মজুমদার	সিংভূম	২৷৶০
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	ভবানীপুর	১
কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বরাহনগর	২
প্রসন্নকুমার কারফরমা বি এল	পিরোজপুর	৫

(ক্রমশঃ)

গ্রাহকগণের প্রতি।

বর্ষ শেষ হইয়াছে,এ সময় বামাবোধিনীর দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইতেছে। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সাবেক দেয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং স্মরণপূর্ব্বক ১৩০৪ সালের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মফস্বল হইতে মূল্য ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, সিটী কলেজে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
১৩০৩। ১৫ই চৈত্র।

শ্রীকালী নারায়ণ সেন,
কার্য্যাধ্যক্ষ।